ভাষা অর্জন তত্ত্ব এবং এর গতিপথ

মোঃ সাহেদুজ্জামান, পিএইচডি*

Abstract

This essay presents an analytical history of the philosophical and scientific inquiry of acquisition of language by the human child. The essay aims to follow the centuries-long continuity of theoretical and empirical investigations—setting off from the ancient Western and Indian thoughts—concerning human language acquisition, and find out its most recent direction. The discussion has made an effort to shed light on the question, namely, whether the opposing ideas of the Nativiss and Empiricist/Behaviorist theories can be combined with regard to language acquisition.

১. ভূমিকা

মানবশিশু বা মানুষ কী প্রক্রিয়ায় ভাষা অর্জন বা আয়ত্ত করে—এই বহু প্রাচীন প্রশ্ন 'ভাষা-অর্জন' নামক জ্ঞানক্ষেত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। এ-সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী একাধিক তত্ত্ব তথা মতবাদের অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকেই ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও ভাষা-অর্জন সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি তত্ত্বের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

ভাষা এবং ভাষা অর্জন সংক্রান্ত অনুসন্ধান এবং তত্ত্ব প্রণয়নের ইতিহাস সুদীর্ঘ। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য—উভয় ঐতিহ্যেই এই অনুসন্ধানের গভীরতা ও ব্যাপকতা লক্ষণীয়। তবে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে ভাষাবিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, জীববিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ এবং গবেষণার পদ্ধতি ও সরঞ্জাম সহযোগে যেভাবে এই জ্ঞানশাখাকে একটি বহুশৃঙ্খলামূলক (multidisciplinary), রৌপ (formal) ও পরীক্ষামূলক (experimental) কাঠামো দেওয়া হয়েছে, ভারতীয় ঐতিহ্যে তার দৃষ্টান্ত নেই। নিচের অনুচ্ছেদসমূহে ভাষা অর্জন বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতধারাসমূহের বিশদ পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এই পরিচিতি সংশ্লিষ্ট জ্ঞানবিশ্বে বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনাটির একটি স্থান চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে এবং একে পথনির্দেশ দেবে।

* উপপরিচালক (গবেষণা পরিকল্পনা, সেমিনার ও প্রকাশনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা

২. ভাষা অর্জন তত্ত্বসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তাঁর সংলাপ *Cratylus*-এ (Plato, 1998) এই প্রশ্নে আলোচনার অবতারণা করেছেন যে, বস্তুর নাম তাদের প্রাকৃতিক (natural) ও সত্যিকার (ture) নাম, নাকি মানুষ-কর্তৃক প্রদত্ত এবং মানুষের মধ্যে প্রচলিত (conventional) নাম মাত্র।

বস্তুর নাম তথা ভাষা স্বভাবজ বা প্রাকৃতিক হলে তা হবে সমরূপ (regular), নিয়মবদ্ধ এবং যৌক্তিক (logical/rational)। অন্যথায় তা হবে অনিয়মিত (irregular) ও স্বেচ্ছাচারী (arbitary)। ভাষা সম্বন্ধে এই দুটি সম্ভাব্য পরস্পর-বিপরীত বাস্তবতার ভিত্তিতে দুটি মতবাদ বা দল গড়ে ওঠে। ভাষার সমরূপতা ও যৌক্তিকতায় বিশ্বাসীদের বলা হতো সাদৃশ্যবাদী (analogists), বিপরীত মতে বিশ্বাসীদের বলা হতো বৈসাদৃশ্যবাদী (anomalists) (Bloomfield, 1935)।

সাদৃশ্যবাদিতাই গ্রিক তথা ইউরোপীয় দার্শনিকদেরকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। ফলে তাঁরা নিজেদের ভাষার সংগঠনকে বিশ্বজনীন বলে ধরে নিয়েছিলেন (Bloomfield, 1935)। গ্রিকদের পরে রোমানরা তাঁদের ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন গ্রিকদেরকে অনুসরণ করেই। মধ্যযুগে রোমানদের ব্যবহৃত ল্যাটিন ভাষা ভেঙে যখন আধুনিক রোমান্স ভাষাগুলি, যেমন—ফরাসি, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ জন্ম নিচ্ছিল তখনও লেখার ভাষা হিসেবে প্রাচীন ল্যাটিনই ব্যবহৃত হতো। পন্ডিতেরা প্রাচীন ল্যাটিন ভাষা অধ্যয়ন করে সে-ভাষার নানা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেন। তাঁরা সে-ভাষার মধ্যে মানব-ভাষার যৌক্তিক ও প্রাকৃতিক রূপ খুঁজে পান।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৬৬০ সালে ফ্রান্সের পোর্ট-রয়্যাল কনভেন্ট-এর আর্নল্ড আঁতোয়াইন (Arnauld Antoine) রচনা করেন (চূড়ান্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬৭৬ সালে) *Grammaire generale et raisonnee* (*General and Rational Grammar*) (Arnauld & Lancelot, Trans. 1975), যা 'পোর্ট-রয়্যাল গ্রামার' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে দেখানো হয় যে, বিভিন্ন ভাষার—বিশেষত ল্যাটিন ভাষার—সংগঠনের মধ্যে রয়েছে এমন যৌক্তিক রূপ যা পৃথিবীর সব ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্লেটো তাঁর সংলাপ *Meno*-য় একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন: মানবশিশু কীভাবে অপ্রতুল তথ্য থেকে অল্প সময়ে অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করে? এটি তাঁর কাছে ছিল একটি দার্শনিক সমস্যা, যার সমাধানও তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর সমাধান ছিল: মানুষ জ্ঞান নিয়েই জন্মায় (Plato, Trans. 1924)। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বুদ্ধিবাদী (Rationalist) দার্শনিকগণ, বিশেষত রেনে দেকার্ত (Descartes, Trans. 1984-85, 1991) ও জি. ডব্লিউ. লাইবনিয্ (Leibniz, Trans. 1949) প্লেটোর মতবাদকে সমর্থন ও সমৃদ্ধ করেছেন। মানুষ কীভাবে ভাষার জ্ঞান অর্জন করে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁরা প্লেটোর মতবাদকেই আশ্রয় করেছিলেন।

অন্যদিকে, প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল বললেন, ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাই জ্ঞান (ভাষার জ্ঞানও) অর্জনের একমাত্র উপায় (Aristotle, Trans. 1038)। ভাষা প্রসঙ্গে তিনি মানব-মনকে 'শূন্য শ্লেট' (tabula rasa) বলে আখ্যায়িত করলেন (Aristotle, Trans. 1964)। এই ধারণা প্লেটো ও কার্তেসীয় ভাষা-দার্শনিকদের বর্ণিত 'সহজাত জ্ঞান' (innate knowledge)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে-অর্থে, মানব-ভাষা বিষয়ে অ্যারিস্টটলকে একজন প্রচলবাদী ('conventionalist')[১] বলা যায়।

ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক (John Locke) তাঁর *An Essay Concerning Human Understanding* গ্রন্থে tabula rasa-র ধারণাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন[২]। সেখানে তিনি মানব-মনকে 'সাদা কাগজ' (white paper) বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে, মানুষের জীবন এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত জ্ঞান সেই সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ হয় (Locke, 1960/1975)। মূলত লকই তাঁর এই গ্রন্থের মাধ্যমে 'অভিজ্ঞতাবাদ' (Empiricism) নামক দার্শনিক মতবাদের জন্ম দেন।

আমেরিকান 'আচরণবাদী' (Behaviorist) মনস্তত্ত্ববিদ বি. এফ. স্কিনার (B. F. Skinner)-এর গ্রন্থ *Verbal Behavior* (Skinner, 1957) প্রকারান্তরে অভিজ্ঞতাবাদী মতকেই সমর্থন করে। কারণ, আচরণবাদী দর্শন অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হয় ক্রমাগত অভিজ্ঞতা থেকে (Bussmann, 1996)।

বিংশ শতাব্দীর আমেরিকান ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষাদার্শনিক নোয়াম আব্রাম চমস্কি *Verbal Behavior* গ্রন্থের কঠোর সমালোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সহজাতবাদী (Innatist) ভাষা-দর্শনের সূত্রপাত ঘটান (Chomsky, 1959)। তিনি দেকার্ত, লাইবনিয্ ও পোর্ট-রয়্যাল মতাদর্শের ভাষা-সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানকে নাম দেন "কার্তেসীয় ভাষাবিজ্ঞান" (Cartesian Linguistics) (Chomsky, 2009)। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই তত্ত্বকে চমস্কি ব্যাপক প্রভাববিস্তারী প্রতিষ্ঠা দান করেন, যে-প্রভাব বর্তমানেও অন্য যে-কোনও তত্ত্বের চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত। প্লেটোর প্রশ্নটিকে চমস্কি নাম দেন 'প্লেটোর সমস্যা' ('Plato's problem')। একে উদ্দীপনার অপ্রতুলতা ('Poverty of Stimulus') অভিধায়ও আখ্যায়িত করা হয়। প্রসঙ্গত, ভাষা-অর্জন সংক্রান্ত

---

[১] Aristotle, unlike Plato, is a commited conventionalist as far as words are concerned. He does not believe in the Platonic doctrine of eternal 'forms' or 'ideas' underlying human thought and speech (Harris and Taylor, 1989, p. 22).

[২] বর্তমানকালে মূলত জন লককেই এই মতবাদের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়। লক বিশ্বাস করতেন, মানবশিশু একটি সম্পূর্ণ শূন্য মন তথা মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মায়। অভিজ্ঞতা এই শূন্য মনে নিজেকে লিপিবদ্ধ করে। এই প্রযত্ন-সর্বস্ব (nurture-only) মতবাদের একটি আধুনিক রূপভেদ হলো বিংশ শতাব্দীর আমেরিকান আচরণবাদী মনস্তাত্ত্বিক বি. এফ. স্কিনার-এর মতাদর্শ। তিনি মানবমন তথা মস্তিষ্ককে একটি 'কালো বাক্স' ('black box') হিসেবে বিবেচনা করেন, যা জীবন থেকে *নিয়ন্ত্রণ* (conditioning) ও *প্রবলন* (reinforcement) গ্রহণ করে। এই অবস্থান থেকে বিবেচনা করা হয়, প্রযত্ন (nurture) হলো মানবশিশুর ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জ্ঞানগত বিকাশের জন্য দায়ী—প্রকৃতি (nature—জীববিদ্যা, জিনতত্ত্ব) নয়। বর্তমানে অবশ্য মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে সাধারণভাবে এই অবস্থান গৃহীত যে, প্রকৃতি ও প্রযত্ন অবিভাজ্যরূপে পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত। উভয়ই মানবের জীবনব্যাপী বিকাশ সাধনে অবদান রাখে (Matsumoto, 2009 p. 554.)।

সমস্ত মতবাদ শেষ বিচারে 'অভিজ্ঞতাবাদ' (Empiricism) ও 'সহজাতবাদ' (Innatism)—এই দুই পরস্পর-বিরোধী দার্শনিক মতবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। যাই হোক, চমস্কি মানব-মস্তিষ্ককে দেখেন 'প্রকৌষ্ঠিক' (Modular) রূপে, অর্থাৎ, বিভিন্ন ধরনের কর্ম সম্পাদনের জন্য মস্তিষ্কের বিভিন্ন আলাদা আলাদা অংশ বা 'প্রকোষ্ঠ' (Module) নির্ধারিত আছে। ভাষা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্যও তেমনি মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট এলাকা নিয়োজিত (dedicated)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্মান জাতীয়তাবাদী রোম্যান্টিক চিন্তাপদ্ধতি এই ধারণার জন্ম দেয় যে, ভাষা হলো জাতির আত্মার প্রকাশ। জার্মান দার্শনিক ভিলহেল্ম ভন হামবোল্ট এই ধারণার সূত্রপাত করেন (Humboldt, 1988)।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে আমেরিকান নৃতাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিক Edward Sapir-এর ছাত্র Benjamin Lee Whorf দেখান, ভাষার জাতিগত পার্থক্য কীভাবে মানবজ্ঞান ও আচরণের ওপর প্রভাব ফেলে (Whorf, 1956)। একে বলা হয় 'ভাষা-আপেক্ষিকতা' (Linguistic Relativity)। এটি 'সাপির-হোঅর্ফ প্রাকতত্ত্ব' (Sapir Whorf Hypothesis) নামেও পরিচিত। এই প্রাকতত্ত্ব অ্যারিস্টটলের ভাষাচিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভাষা-বিশ্বজনীনতার ধারণার বিপরীত।

১৯৮০-র শেষ ও ১৯৯০-এর প্রথমাংশে 'জ্ঞানমূলক-মনস্তত্ত্ব' (cognitive psychology)-র অগ্রগতির ফলে 'জ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞান' (cognitive linguistics) নতুন প্রাণ লাভ করে। জ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞান মানুষের ভাষিক ক্ষমতাকে মানব-মস্তিষ্কের সাধারণ জ্ঞান প্রক্রিয়াকরণ হিসেবেই দেখে, যা চমস্কি-কথিত প্রকৌষ্ঠিক (Modular) ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। 'পরিসংখ্যানগত শিখন' (statistical learning) জ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞানের একটি অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র। 'জ্ঞানমূলক ভাষাবিজ্ঞান'-এর এই ধারণা নিয়ে আরেকটি মতবাদ—সংযোগবাদ (Connectionism) গড়ে উঠেছে।

ইউরোপীয় ভাষাচিন্তন ও ভাষা-দর্শন জ্ঞানচর্চার জগতে অনেক বেশি উচ্চকিত হলেও ভারতীয় ভাষাচিন্তনের ইতিহাস ইউরোপের থেকে পুরনো। ভারতীয় ভাষাদর্শন ও ভাষাচর্চার কিছু নমুনা পাওয়া যায় Betty Heimann-এর *Indian and Western Philosophy* (Heimann, 1937) গ্রন্থে। Heimann দেখিয়েছেন, সংস্কৃত ভাষায় "ক্রিয়ামূলের গতিশীল খণ্ডকে" (the dynamic stem of the verbal root) সাধিত শব্দের মধ্যে সহজেই চেনা যায়। যেমন:

√কর্ → করা, করি, উপকার, হিতকরী।

ভারতীয় ভাষার এই বৈশিষ্ট্য এর 'জৈব বিকাশ' (organic development) অনুসন্ধানের রসদ জোগায়। ভারতীয় দর্শনে যেমন সৃষ্টিজগতের সমস্ত উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কে বিশ্বাস করা হয়, তেমনিভাবে একই ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দসমূহের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির সন্তানদের সংবেদনশীল শ্রবণেন্দ্রিয় এভাবে প্রকৃতির কণ্ঠস্বর চিনতে পারে এবং প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণীকেই ভাষাজগতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয় (Heimann, 1937) ভারতীয় ভাষাদর্শনের এই ব্যাখ্যায় আবেগের প্রভাব থাকলেও ভারতীয় দর্শনের স্বরূপটি এখানে সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে।

বলাবাহুল্য, এই দর্শন ইউরোপীয় দর্শন থেকে একেবারেই আলাদা। Heimann তাঁর গ্রন্থে দুটি তুলনামূলক উদ্ধৃতির মাধ্যমে দুই সংস্কৃতির ভাষাদর্শনের পার্থক্যের আভাস দিয়েছেন—

> The Motto of the West:
>
> Man is the measure of all things.
> [Protagoras, c. 500 B.C.]
>
> The Motto of India:
>
> This Atman (the vital essence in Man) is the same in the ant, the same in the gnat, the same in the elephant, the same in these three worlds… the same in the whole universe.
>
> [Brihadaranyaka-upanisad 1,3,22,c,1000 B.C.] (Heimann, 1937)

দৃষ্টিকোণ যা-ই হোক, এ-কথা ভুললে চলবে না যে শেষ পর্যন্ত ভাষা-অর্জন সংক্রান্ত অনুসন্ধান বস্তুতই একটি বহুশৃঙ্খলামূলক (multidisciplinary) কর্মকাণ্ড। কারণ ভাষা অর্জনের সাথে মানব-মস্তিষ্কের তথা মানবদেহের বিবর্তনের ইতিহাস ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যাবলি, মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য, মানব-মনস্তত্ত্বও ওতপ্রোতভাবে জড়িত; নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে এর সমর্থন আছে—

> That is, we must scrutinize syntactic theory not simply as a theory which accounts for the syntactic data, but as a theory which is, at once, consistent with the syntactic data with the evidence from other fields (whether that be psychology, biology or sociology). (Parker, 2006)

৩. ভাষা অর্জন তত্ত্বসমূহের বিস্তৃততর পরিচয়

৩.১ প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা: পাণিনি, পতঞ্জলি ও অন্যান্য

ভাষা কীভাবে মানুষের আয়ত্ত হয়, সে-সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা দ্বিধাবিভক্ত ছিল বলে মনে হয়। বস্তুত ভাষাবিজ্ঞান, যাকে প্রাচীন ভারতীয়গণ নাম দিয়েছিলেন ব্যাকরণ, ছিল ধর্মগ্রন্থ বেদ-এর একটি অঙ্গ, অর্থাৎ বেদাঙ্গ, এবং ভাষাচর্চার মূল প্রণোদনা ছিল ধর্মীয় (Matilal, 2001, p. 11)। পাণিনির মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে ভাষা সম্বন্ধে এমনও বলেছিলেন যে, ভাষা হলো মরণশীল মানুষের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এক দেবতা (Matilal, 2001)। তিনি ভাষাকে মানবজাতির সারাৎসার (essence of mankind) হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। দুই হাজার বছর পর এক আধুনিক আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দার্শনিকগণের অনুসরণে মানবভাষা সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি করেন (Chomsky, 1972)। পতঞ্জলির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে প্লেটো, কার্তেসীয় ভাষাবিজ্ঞান এবং উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির এই সাদৃশ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে, পতঞ্জলির ভাষ্যেই খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর ভারতীয় ব্যাকরণবিদ পাণিনির ভাষা সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পাওয়া যায়। পতঞ্জলি বলেন, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী রচনার কারণ ছিল সমাজতাত্ত্বিক। ব্যাকরণ শিক্ষায় অনুৎসাহী তরুণ শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ ভাষা শিক্ষায় সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য পাণিনি ব্যাকরণ

রচনা করেন একটি শাস্ত্র হিসেবে (Matilal, 2001, p. 11)। এই মন্তব্যের তাৎপর্য হলো, পাণিনি ব্যাকরণকে দেখতেন প্রকাশ্য (explicit) সংশ্রয় হিসেবে—পতঞ্জলি এবং পাশ্চাত্য কার্তেসীয় ও উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানীদের মতো অন্তর্গত কিংবা অপ্রকাশ্য (implicit) রূপে নয়। অর্থাৎ, পাণিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রকাশ্য ব্যাকরণ তথা অভিজ্ঞতা ভাষা শিক্ষায় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। একথা বলা যায় যে, ব্যাকরণ তথা ভাষা সম্পর্কে এই দুইটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুত দুইটি পরস্পর-বিপরীত ভাষা-দর্শন সহজাতবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

ভাষা অর্জন মূলত অভিজ্ঞতা-নির্ভর—এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা-চিন্তকগণ শব্দের অর্থ শেখার ৮টি উপায়ের কথা বলেছেন। বিশ্বনাথের *সিদ্ধান্তমুক্তাবলি* বা *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলিতে* (Viśvanātha, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত) বর্ণিত একটি নামহীন কিন্তু বহুল-পরিচিত শ্লোকে এই ৮টি উপায়ের কথা বলা আছে। ভাষা অর্জনের এই উপায়গুলি নিম্নরূপ—

১. ব্যাকরণ: পাণিনির ব্যাকরণগ্রন্থের পূর্ণ নাম *অষ্টাধ্যায়ী: শব্দানুশাসন*। সকল যৌগিক শব্দের মূল (root) এবং প্রত্যয় (suffix), সেগুলির সংযুক্তির সূত্রাবলি এবং সেগুলির অর্থ ব্যাকরণে বর্ণিত থাকে। তাই ব্যাকরণ হলো শব্দের অর্থ অনুধাবন এবং শব্দের গঠন শেখার অন্যতম উপায়।

২. সাদৃশ্য: ক-ব্যক্তিটি খ-এর কাছে খ-এর অজানা একটি বস্তুর বর্ণনা দেওয়ার সময় পরিচিত কোনও বস্তুর সাথে সেটির মিল (বা অমিল) বর্ণনা করে। বস্তুটিকে বাস্তবে দেখে খ তার চেনা বস্তুর সাদৃশ্যে কিংবা বৈসাদৃশ্যে নতুন বস্তুটিকে চিনে নিতে পারে।

৩. শব্দকোষ: সুস্পষ্টভাবেই, এটি শব্দের অর্থ শেখার একটি বৃহৎ উৎস।

৪. নির্ভরযোগ্য কোনও ব্যক্তির উক্তি: বক্তার (বাবা-মা কিংবা সে-রকম কেউ) উক্তি ও অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে তার নির্দেশিত বস্তুটি দেখে শিশু বস্তুটির সঙ্গে উক্ত কথাটির সংযোগ ঘটিয়ে সেটির অর্থ বুঝে নিতে পারে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, চতুর্থ-পঞ্চম শতকের খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক সন্ত অগাস্টিনও তাঁর *Confessions* গ্রন্থে এ-উপায়ের কথাই বলেছেন।

৫. বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের ভাষিক আচরণ: নাগেশ (Nāgeśa, 1925, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত), প্রভাকর (Prabhākara, 1932, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত) এবং গঙ্গেশ (Gaṅgeśa, 1892-1901, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত) এটিকেই ভাষা অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করেছেন। শুধু শব্দের অর্থ নয়—বক্তার উদ্দেশ্য, ভাব ইত্যাদি তার উক্তি এবং অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে কোনও কর্ম, বস্তু কিংবা ভাবের অনুধাবন বা অর্থ আহরণ ঘটায়। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা শিশুকে কোনও নির্দেশ দিলে শিশুর প্রতিক্রিয়ায় নির্দেশদাতার অনুমোদন কিংবা অননুমোদনে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে একটি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রসঙ্গত ভাষা অর্জনের উপায়ের একই ব্যাখ্যা আমেরিকান আচরণবাদী মনস্তত্ত্ববিদগণ দিয়েছেন।

৬. বৃহত্তর রচনাংশ: কোনও বাক্যের কিংবা অনুচ্ছেদের কোনও শব্দের অর্থ অস্পষ্ট কিংবা শব্দটিকে আপাতত দ্ব্যর্থক মনে হলে, সম্পূর্ণ বাক্যটি কিংবা অনুচ্ছেদটি পড়লে শব্দটির অর্থ স্পষ্ট হয়।

৭. ব্যাখ্যা: শিশু কিংবা শিক্ষার্থী কোনও শব্দের অর্থ বিজ্ঞ কারও নিকট থেকে জেনে নিতে পারে, কিংবা শব্দটির ব্যাখ্যা পেতে পারে। বাস্তব জীবনেও শিশুদেরকে প্রায়শই বয়স্কদের কাছে নানা শব্দের ব্যাখ্যা কিংবা অর্থ জানতে চাইতে দেখা যায়।

৮. পরিচিত শব্দের সাথে বাক্যিক সম্পর্ক: "আম্রশাখায় পিক মধুর স্বরে গান গাইছে"—বাক্যটিতে পিক একটি অজানা শব্দ, এবং "মধুর স্বরে গান গাইছে" অংশটি থেকে শ্রোতা আন্দাজ করে নিতে পারে যে, পিক শব্দটির অর্থ কোকিল (Matilal, 2001, p. 15)।

এটা স্পষ্ট যে, উপরে বর্ণিত ভাষা অর্জনের আটটি উপায়ের প্রায় সবগুলিতেই শব্দের অর্থ শেখার তথা অনুধাবনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ভাষাচিন্তারই পরবর্তী পর্যায়ে এই বিষয়ে একটি বিতর্কের জন্ম হয় যে, বাক্যের অনুধাবন বাক্যের শব্দাবলির পৃথক পৃথক অনুধাবনের সমন্বয়ে ঘটে, নাকি একটি সমগ্র একক হিসেবে ঘটে। এই দুটি বিপরীত মতধারা প্রাচীন ভারতীয় ভাষাদর্শনে 'স্ফোট' ও 'মীমাংসা' তত্ত্ব নামে পরিচিত। ভাষা অর্জনের ভারতীয় চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হলে এই বিতর্কের বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

৩.১.১ স্ফোট তত্ত্ব

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষা-দার্শনিক ভাষার একটি ধারণাগত (Conceptual) রূপের কথা বলেছেন এবং তাকে বিভিন্ন অভিধায় প্রকাশ করেছেন। এ-স্থানে ভাষার এই ধারণাগত রূপটি সম্বন্ধে ভারতীয় মত অনুসন্ধান করা যায়। ভাষা অর্জন সম্বন্ধে ভারতীয় মতধারা অনুধাবনে এই অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়।

ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার ধারণাগত রূপটির নাম দেওয়া হয়েছে 'স্ফোট' (*sphoṭa*) :

> A simple meaning-bearing symbol, which may be a word or a sentence, is what is called a *sphoṭa*. ...The contrast of the *sphoṭa* is with what may be called the articulated, audible sounds, the 'noisy' realities, are regarded in this theory as the means by which the symbol, the relevant *sphoṭa*, is revealed or made public. (Matilal , 2001, p. 77)

পরে আমরা দেখব, ভাষার এই দ্বি-রূপের ভারতীয় ধারণাকে পাশ্চাত্য সাংগঠনিক ও উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানের যথাক্রমে *langue* ও *parole* (Saussure, Trans. 1959, pp. 9, 13) এবং *competence* ও *performance* (Chomsky, 1965)-এর ধারণার সঙ্গে সহজেই মেলানো যায়। পতঞ্জলি স্ফোট-কেই ভাষা বলেন, আর এর ধ্বনিগত প্রকাশকে বলেন ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য (Patanjali, 1892)। তাঁর মতে, ভাষার প্রকাশ তথা ধ্বনির প্রকাশ হতে পারে বিভিন্ন—কোমল কিংবা তীক্ষ্ণ, হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ; কিন্তু ভাষা (*śabda*)[৩] অপরিবর্তনীয়, ব্যক্তি-ভাষাভাষীর নিজস্বতা সেটিকে প্রভাবিত করে না (Matilal, 2001, p. 79)।

স্ফোট-তত্ত্ব মূলত যাঁর নামের সঙ্গে জড়িত হয়েছে, তিনি হলেন সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় কবি ও ব্যাকরণবিদ ভর্তৃহরি। ভর্তৃহরি তাঁর *বাক্যপদীয়* (Bhartṛhari, 1965, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত) গ্রন্থে স্ফোট-তত্ত্বের বিস্তার ঘটিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি 'পদ-স্ফোট' এবং 'বাক্য-স্ফোট'-এর কথা বলেছেন। ভর্তৃহরির তত্ত্বের সবচেয়ে বিশিষ্ট ও লক্ষণীয় দিক হলো—তিনি 'পদ-স্ফোট' এবং 'বাক্য-স্ফোট'কে অর্থ বহনকারী একক ('meaning-bearing unit') হিসেবে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, স্ফোট-ই হলো যথার্থ ভাষিক একক, যা এর অর্থের সাথে অভিন্ন। ভাষা অর্থ কিংবা চিন্তার বাহন নয়; চিন্তা ও ভাষা পরস্পরকে অবলম্বন করে থাকে। মানুষের চিন্তার প্রক্রিয়াকে তিনি বলেন 'শব্দনা' (*Śabdanā*—'languageing')। সুতরাং, ভর্তৃহরির দৃষ্টিতে ভাষিক একক এবং এর অর্থের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই (Matilal, 2001, p. 85)। অনেক পরের একজন প্রধান ইউরোপীয় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিন্যন্দ দ্য সস্যুরও ভর্তৃহরির মতো ভাষা ও চিন্তার অভেদত্বে বিশ্বাস করতেন (Saussure, Trans. 1959)।

পতঞ্জলি-কথিত অপরিবর্তনীয় 'স্ফোট' আদর্শায়িত (idealized) ভাষা তথা বাক্যের ধারণা দেয়। আবার ভর্তৃহরি বাক্য ও এর অর্থকে দেখেন একটি অবিভাজ্য একক (স্ফোট) হিসেবে। তাঁর মতে, বাক্যকে আমরা বিভক্ত করি দুটি কারণে।

এক. ভাষা শিখন ও অনুধাবনের প্রয়োজনে, দুই. ব্যবহারের প্রয়োজনে। কিন্তু বাক্য প্রকৃতপক্ষে অবিভাজ্যই থেকে যায়। এই অবিভাজ্য বাক্য বক্তা-শ্রোতার অভ্যন্তরে থাকে, যা বিভাজিতরূপে বচন বা নাদ (*nāda*—speech) আকারে প্রকাশিত হয় তার ভাষা ব্যবহারে (Matilal, 2001, p. 97)।

৩.১.২ *'মীমাংসা'তত্ত্ব*

স্ফোট-তত্ত্ব মীমাংসাবাদীদের (*Mīmāṃsakas*) বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছে। মীমাংসা-তত্ত্বে কোনও ধারণাগত এবং অভ্যন্তরীণ স্ফোট-এর অস্তিত্ব নেই। তাঁদের মতে, ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশিত রূপের বাইরে ভাষার আর-কোনও অন্তর্গত রূপ নেই (Śabara, 1929, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত)। অন্যতম মীমাংসক কুমারিলাভট্ট উদাহরণ সহযোগে যুক্তি দেখান যে, 'গাভী' শব্দটি যদি একটি একক, অবিভাজ্য, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব (entity) তথা স্ফোট হয়, তাহলে কোনও ধ্বনি কিংবা বর্ণের সাহায্য ছাড়াই এটি অনুধাবন (perceive) করা সম্ভব হতো। কিন্তু বাস্তবে, এটি কতকগুলো ধ্বনি কিংবা বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রকাশিত একটি কাঠামো, এবং ঐ ধ্বনি কিংবা বর্ণের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে এটির অনুধাবন সম্ভব নয়। কুমারিলা বলেন যে, শব্দ বা বাক্য স্থানে (spatially) ও কালে (temporally) বিস্তৃত একেকটি উপাদানক্রম (sequence) (Kumārilabhaṭṭa, 1898, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত)।

---

[৩]প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় *শব্দ* (*śabda*) বলতেও ভাষাকেই বোঝায়। পাণিনির গ্রন্থ *অষ্টাধ্যায়ী : শব্দানুশাসন*-এ 'শব্দ' অভিধাটি ভাষা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরির স্ফোট তত্ত্বে বাক্যকে যে-অবিভাজ্য আর্থ-গাঠনিক (কারণ, স্ফোট-তত্ত্বে বাক্যের গঠন ও অর্থ অবিভাজ্য) একক হিসেবে দেখা হয়েছে, মীমাংসা-তত্ত্বে তার বিরোধিতা করা হয়েছে। মীমাংসকগণের মতে, ক্ষুদ্রতম আর্থ একক হিসেবে বাক্যকে গ্রহণ করা অর্থহীন। কারণ বাক্যের সংখ্যা অসীম, এবং কোনও ভাষার প্রতিটি বাক্য ও সেগুলির অর্থ আলাদাভাবে শিখে সেই ভাষা শেখা সম্ভব নয়।

তবে ভাষা তথা বাক্য অনুধাবনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে মীমাংসকগণের মধ্যে দুটি পরস্পর-বিরোধী মতের অস্তিত্ব রয়েছে, যে-বিরোধ ভাষা অর্জন তত্ত্বের বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ। মীমাংসক ভট্ট (Kumārila, *c.* AD 650/1898, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত) এবং প্রভাকর (Prabhākara *c.* AD 670/1932, Matilal, 2001-এ উদ্ধৃত) উভয়ই বাক্যকে স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত (composite) বিভাজ্য কাঠামো হিসেবে দেখলেও বাক্যের অনুধাবনের প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ভট্ট বলেন যে, বাক্যের প্রতিটি শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ অনুধাবন করার পরই আমরা সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ অনুধাবন করতে পারি। অন্যদিকে, প্রভাকর মত দেন যে, বাক্যের অর্থ আমরা গ্রহণ করি ঐ বাক্যের শব্দসমূহের সংযুক্ত অর্থ হিসেবে—একটি সমগ্র একক রূপে। কারণ, বাক্যে কোনও শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ থাকতে পারে না। বাক্যের মধ্যে গ্রথিত অবস্থায় শব্দসমূহের যে-অর্থ, তা-ই ঐ সব শব্দের অর্থ। সুতরাং, প্রভাকরের বিচারে বাক্যের অনুধাবন একটি একক (unitary) ক্রিয়া, এবং সমগ্র বাক্য বিচারে বাগার্থিক পূর্ণতা লাভ ঘটে।

প্রভাকর এবং ভর্তৃহরির বিপরীতে ভট্ট তাঁর যুক্তি বিস্তার করেছেন। মতিলাল (Matilal, 2001, pp. 109-110) ভট্টের পক্ষে সাধারণভাবে ব্যবহৃত একটি যুক্তি তুলে ধরেছেন, যেখানে ভাষার 'সৃষ্টিশীলতা'র একটি ব্যাখ্যা লক্ষ করা যায়। নিচের চারটি বাক্য বিবেচনা করা যাক :

১. গাভী আনো।। ২. ঘোড়া আনো। ৩. গাভী বাঁধো। ৪. ঘোড়া বাঁধো। ভট্টের মতে, শিশু বাক্যগুলিকে চারটি বাক্য হিসেবে না শিখে প্রথমে শব্দগুলি এবং সেগুলির অর্থ শিখবে। এখন প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে 'কালো' শব্দটি জুড়ে দিলে দেখা যাবে, পাঁচটি শব্দ (গাভী, ঘোড়া, আনো, বাঁধো, কালো) মোট আটটি বাক্যের গঠনের ব্যাখ্যা দিচ্ছে। উপর্যুক্ত চারটি বাক্য ছাড়া তখন আরও চারটি বাক্য পাওয়া যাবে—

৫. কালো গাভী আনো। ৬. কালো ঘোড়া আনো। ৭. কালো গাভী বাঁধো। ৮. কালো ঘোড়া বাঁধো।

এভাবে নতুন নতুন শব্দযোগে এমন বাক্যরাজি গঠনের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, যে-সকল বাক্য পূর্বে শোনা যায়নি। এভাবে শব্দ শিখে এবং বাক্যে সেগুলির বিন্যাস (*ākāṃkṣā*—syntactic pattern) সাধন করে একেকটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করা যায়। উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানও বাক্য গঠনের অনুরূপ প্রক্রিয়ার পক্ষেই অবস্থান নিয়েছে।

৩.২ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের চিন্তা: প্লেটো ও অ্যারিস্টটল

৩.২.১ প্লেটোর মতবাদ: সহজাতবাদের উৎস

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি, ভারতীয় ভাষাচিন্তার পরস্পর-বিরোধী ধারা—'স্ফোট' ও

'মীমাংসা' তত্ত্ব—ভাষা অর্জনের দুটি বিপরীত প্রক্রিয়ার আভাস দেয়। একটি ধারায় ভাষা মানুষের অভ্যন্তরে ধারণাগত রূপে থাকে (স্ফোট-তত্ত্ব), অন্য ধারায় ভাষা একান্তই বহিস্থ একটি অস্তিত্ব (মীমাংসা-তত্ত্ব), এবং মানুষ ভাষা অর্জন করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ভাষা অর্জনের তত্ত্ব অনুসন্ধানে পাশ্চাত্যে অনুরূপ দুটি পরস্পর-বিপরীত ধারার জন্ম হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক চিন্তা থেকেই এই বিভক্তির সূত্রপাত ঘটেছে।

গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তাঁর *Cratylus* (Plato, Trans. 1998) গ্রন্থে বস্তুর নামের প্রকৃতি ও উৎস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্লেটোর উক্ত সংলাপটির জিজ্ঞাস্য ছিল: বস্তুর নামের কোনও প্রাকৃতিক উৎস আছে কি না? নাকি ঐ সব নাম ভাষিক সমাজ-কর্তৃক স্বেচ্ছাচারীভাবে প্রদত্ত প্রচল মাত্র? প্লেটো প্রচল-তত্ত্বের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন, এবং 'সত্য' (truth)-কে সামাজিক মতৈক্যের ওপর স্থান দিয়েছেন (Harris & Taylor, 1989)। ভাষার স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিন্যন্দ দ্য সস্যুর (Saussure, Trans. 1959)।

বিভিন্ন সময়ে বেশকিছু পরীক্ষা ভাষার স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির স্বরূপ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে (Holland & Wertheimer, 1964, Kovic, Plunkett & Westermann, 2010-এ উদ্ধৃত; Köhler, 1947; Ramachandran & Hubard, 2001; Wertheimer, 1958; Sapir, 1929; Kunihira, 1971; Brown, Black, & Horowitz, 1955; Gebels, 1969; Brackbill & Little, 1957; Brown et al., 1955)।

এইসব পরীক্ষা সাধারণভাবে নির্দেশ করে যে, নামের (label) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের (phonological property) সঙ্গে উক্ত নাম-নির্দেশিত বস্তুর (referent) অনুধাবনগত বৈশিষ্ট্যের (perceptual property) একটি 'স্বভাবজ সংযোগ' ('naturally-biased mapping') আছে (Maurer et al., 2006, Kovic, Plunkett & Westermann, 2010-এ উদ্ধৃত)। তবে এই ফলাফল ভাষার প্লেটো-কথিত প্রাকৃতিক উৎসকে সপ্রমাণ করে না। কারণ, উদ্ধৃত পরীক্ষাসমূহ বস্তুত ভাষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে কাজ করেছে। অন্যদিকে, প্লেটোর 'রূপ' ('forms') ও 'ধারণা' ('ideas')-বিষয়ক তত্ত্বে পার্থিব সত্য হলো 'পরম সত্য' (absolute reality)-এর ছায়া বা প্রতিফলন মাত্র, আর ভাষা হলো এই দুই জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম (Cornford, 1935)। প্লেটোর এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার বাইরে অবস্থান করে।

প্লেটোর 'পরম সত্য' মতবাদ ভাষা অর্জন সম্বন্ধে তাঁর মত গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বস্তুত *Meno* গ্রন্থে প্লেটো বলেন যে, যে-কোনও জ্ঞান হলো বিভিন্ন জন্মে অবিনশ্বর আত্মা-কর্তৃক অর্জিত। তাই কোনও কিছু শেখার অর্থ হলো সর্বজ্ঞানী আত্মার স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করা। প্লেটোর মতে, এ-কারণেই গণিতের জ্ঞানও মানুষকে অর্জন করতে হয় না, কেননা পূর্বজন্মে অর্জিত ঐ জ্ঞান মানুষ স্মরণ করে মাত্র। আর এই স্মরণ করার জন্য কিছু প্রশ্ন করাই যথেষ্ট (Plato, Trans. 1924)। অল্প সময়ে অপ্রতুল তথ্য থেকে মানবশিশুর সম্পূর্ণ জ্ঞান (ভাষার জ্ঞানও) অর্জনের উত্তর প্লেটো এভাবেই দিয়েছেন।

৩.২.১ *অ্যারিস্টটলের মতবাদ: অভিজ্ঞতাবাদের উৎস*

প্লেটোর ছাত্র অ্যারিস্টটল ভাষা বিষয়ে গুরুর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। ভাষা অধ্যয়নে অ্যারিস্টটলের অবদান বর্ণিত হয়েছে নিম্নরূপে, যা ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গিরও আভাস দেয়—

> His first great contribution to the study of language—not often mentioned—is the fact that he demythologized language. Rather than seeing language as a magical instrument to cast spells, entrance people, and call up past, present, and future spirits, he saw language as an object of rational inquiry, a means of expressing and communicating thoughts about anything in the world. (Seuren, 2006, p. 555)

বস্তুত ভাষা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের অবস্থান সত্য (truth) সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিকোণেরই প্রতিফলন, যা প্লেটোর 'পরম সত্য'-এর ধারণার বিপরীত। অ্যারিস্টটলের দার্শনিক মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে 'পরম সত্য' বলে কিছু নেই। তিনি তাঁর *On the Soul* (Aristotle, Trans. 1964) গ্রন্থে আত্মাকে 'শূন্য শ্লেট' (*tabula rasa*) বলে বর্ণনা করেন এবং 'অভিজ্ঞতাবাদ' নামে পরবর্তীকালে-বিকশিত দার্শনিক মতধারার বীজ বপন করেন, যে-মতবাদ অনুযায়ী মানুষ কোনও জ্ঞান (এবং ভাষার জ্ঞানও) নিয়ে জন্মায় না, জন্মায় একটি শূন্য মন নিয়ে। মানুষ ভাষা অর্জন করে অভিজ্ঞতা তথা শিখন থেকে। বলা যায়, বস্তুত, ভাষা অর্জন সংক্রান্ত সকল তত্ত্ব শেষ বিচারে প্লেটোর দর্শনজাত সহজাতবাদ (Innatism), এবং তাঁরই ছাত্র অ্যারিস্টটলের দর্শনজাত অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)-এর আওতায় পড়ে।

৩.৩ সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দার্শনিকগণ

৩.৩.১ *বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ: দেকার্ত ও লাইবনিয্*

প্লেটোর দর্শনকে সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বুদ্ধিবাদী (Rationalist) দার্শনিকগণ ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ অ্যারিস্টটলের দার্শনিক মতধারা অবলম্বন করেন। বুদ্ধিবাদী দর্শনের দৃষ্টিতে, মানুষের জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত হয় না; সকল জ্ঞানই মানুষের অভিজ্ঞতা-পূর্ববর্তী। ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত সপ্তদশ শতাব্দীতে বুদ্ধিবাদী দর্শনের মূল প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর *Discourse on the Method, Meditations on First Philisophy*, *Correspondence* (Descartes, Trans. 1984-85/1991-এ সংকলিত) গ্রন্থসমূহে ভাষা এবং ভাষা অর্জন বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দেকার্ত মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর মূলগত পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে মানবেতর প্রাণীকে নিছক যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেন এবং তার বিপরীতে মানুষকে একটি যৌক্তিক (rational), সৃষ্টিশীল, চেতনাসম্পন্ন (conscious) প্রাণী হিসেবে বর্ণনা করেন। ভাষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দার্শনিক অবস্থানের অনুগামী। মানুষের ভাষা, দেকার্তের দৃষ্টিতে, যৌক্তিক তথা নিয়ম-ভিত্তিক (rule-based) এবং সেই কারণে সৃষ্টিশীল। একই সঙ্গে

তা চেতনাসম্পন্ন ও পরিবেশ-নিরপেক্ষ (context-independent)। এই ভাষা-দর্শনকেই নোয়াম চমস্কি 'কার্তেসীয় ভাষাবিজ্ঞান' আখ্যা দিয়ে 'উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞান'-এর ভিত্তি হিসেবে সেটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন (Chomsky, 2009)।

সপ্তদশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী দর্শনের আরেক প্রধান ব্যক্তিত্ব জার্মান দার্শনিক গটফ্রিড উইলহেল্ম লাইবনিয্, যিনি সমকালীন এবং পরবর্তীকালের ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষা-দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন। লাইবনিয্ মনে করেন যে, একটি মর্মরখণ্ডের মধ্যে যেমন কোনও মূর্তি খোদিত হবার সম্ভাবনা অন্তর্লীন থাকে, তেমনি করে অন্তর্গত ধারণা বা জ্ঞান আমাদের মধ্যে অস্তিত্বশীল। লাইবনিয্-এর মতে—

> ...if the soul resembles these blank tablets, truth would be in us as the figure of Hercules is in the marble, when the marble is wholly indifferent to the reception of this figure or some other. But if there were veins in the block which would indicate the figure of Hercules rather than other figures, this block would be more determined thereto, and Hercules would be in it... (Leibniz, Trans. 1949, pp. 45-46)

অন্তর্গত তথা সহজাত ধারণা বা জ্ঞানের (innate ideas) অস্তিত্ব সম্বন্ধে লাইবনিয্-এর মত অভিজ্ঞতাবাদের সাথে বেশি সাংঘর্ষিক। লাইবনিয্ যে-সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছেন, তা ভাষা অর্জনের একটি একীভূত (unified) তত্ত্ব নির্মাণে মূল ভূমিকা পালন করতে পারত।

৩.৩.২ *অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ: লক ও হিউম*

অভিজ্ঞতাবাদী ইংরেজ দার্শনিক জন লক, ডেভিড হিউম প্রমুখ অ্যারিস্টটলের অনুসরণে বলেন যে, ধারণা (concept/idea) মানুষের মনে উদ্ভূত হয় ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি (percept) কিংবা প্রতিচ্ছায়ার (impression) মাধ্যমে (Locke, 1975; Hume, 1978)। অন্য কথায়, প্রত্যক্ষ এবং মূর্ত অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের (এবং ভাষার জ্ঞানের) একমাত্র উৎস।

অন্য সকল দার্শনিক মতবাদের মতো অভিজ্ঞতাবাদেও ভাষা অর্জন সংক্রান্ত অনুসন্ধানের উদ্যোগ আছে। অভিজ্ঞতাবাদীগণ অন্তর্গত কিংবা সহজাত ধারণায় বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন যে, মানুষের সাধারণ ধারণা প্রক্রিয়াকরণ কিংবা শিখন প্রক্রিয়ার—যেমন, 'নকশা শনাক্তকরণ' (pattern recognition)[৪], 'সংযোগ' (association)[৫] কিংবা 'নিয়ন্ত্রণ' (conditioning)[৬]-এর মাধ্যমেই মানুষ ভাষা অর্জন করে। অর্থাৎ, মস্তিষ্ক অথবা মনে ভাষার জন্য পৃথক কোনও স্থান বা ব্যবস্থার কথা অভিজ্ঞতাবাদীরা স্বীকার করেন না। একই অবস্থান গ্রহণ করেন

---

[৪] জীবের মধ্যে ক্রিয়াশীল উদ্দীপকের নকশা শনাক্ত করার এবং একটি উদ্দীপকের নকশা থেকে অন্য একটি দ্দীপকের নকশা পৃথকভাবে চিহ্নিত করার ক্ষমতা।

[৫] উদ্দীপক ও সাড়া-র মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

[৬] আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত একটি শিখন-প্রক্রিয়া। *নিয়ন্ত্রণ* বলতে বোঝায়, নির্দিষ্ট কোনও উদ্দীপকের সাথে সংযোগের পর নির্দিষ্ট কোনও ক্রিয়ার হ্রাস বা বৃদ্ধি। (Matsumoto, 2009)

আচরণবাদী মনস্তাত্ত্বিকগণ এবং এই অবস্থানের বিরুদ্ধে জোরালো মত পোষণ করেন আধুনিক উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানীগণ। বিশেষ করে চমস্কির মতো বুদ্ধিবাদী ভাষা-দার্শনিক এবং তাঁর অনুসারীগণ দেখাতে চান যে, মস্তিষ্কের বিশেষ প্রকোষ্ঠ (module) প্রাকৃতিকভাবেই ভাষার জন্য নির্দিষ্ট এবং এই অংশের নিজস্ব কর্মপ্রক্রিয়া রয়েছে। বস্তুত, অভিজ্ঞতাবাদের বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং বুদ্ধিবাদ তথা সহজাতবাদের সংযোগে সে-সব সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব।

৩.৪ ফরাসি 'পোর্ট-রয়্যাল' ও কার্তেসীয় ব্যাকরণ

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসি পোর্ট-রয়্যাল 'কনভেন্ট'-এ বিশেষ এক শিক্ষণ-পদ্ধতির অনুসরণ শুরু হয়। এই শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসন্ধান করেছিল 'the goal of devising new, less painful methods of learning a language' (Tsiapera and Wheeler, 1993, p. 109)। কারণ, এই নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তক মনে করেছিলেন যে, সবসময় সহজতম কাজটি থেকে আরম্ভ করাই শ্রেয়, এবং যা পরিচিত তা-ই অপরিচিতের ওপর আলো ফেলতে পারে। তাই মাতৃভাষাই নতুন ভাষা শিক্ষা করার উৎকৃষ্ট মাধ্যম। বিশেষ করে অপরিণতমস্তিষ্ক শিশুদের জন্য এ-কথা অনেক বেশি প্রযোজ্য (Arnauld & Lancelot, Trans. 1975)। নতুন পদ্ধতিতে প্রথমে ফরাসি ভাষায় ল্যাটিনের বিষয়গুলি পড়ে তারপর মূল ল্যাটিনে প্রবেশ ঘটত। এতে ভাষা শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে।

মাতৃভাষায় ল্যাটিন ভাষা শিক্ষাদান করা পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণ-এর অব্যবহিত লক্ষ্য ছিল। তবে, এই ব্যাকরণের গভীর প্রভাব সমকালীন এবং পরবর্তীকালের ভাষাবিজ্ঞানের ওপর পড়ে। নতুন ভাষাশিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তোলার পিছনে পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণ-এর রচয়িতাগণ যে-চিন্তাকে ভিত্তি করেছিলেন তা হলো সকল ভাষার অন্তর্গত সাধারণ উপাদান বা বৈশিষ্টাবলি (features), যে-সব উপাদান বা বৈশিষ্ট্যকে পরে 'ভাষা-বিশ্বজনীন' (language universal) অভিধা দেওয়া হয়েছে। ভাষায় বিশ্বজনীন উপাদানের উপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিম্নরূপ যৌক্তিক কাঠামোর সাহায্যে—

> From a strictly logical point of view, it is possible to define universals as any statements about language which include all languages in their scope, technically all statements of the form "$(x)x\varepsilon L \supset \ldots$," that is, "For all x, if x is a language, then...". (Greenberg, 1963)

ব্যাকরণ সম্বন্ধে পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণ-এর ব্যাখ্যা প্রাথমিকভাবে সাধারণ ধারণার থেকে খুব ভিন্ন নয়। এই চিন্তাধারায় ব্যাকরণ হলো 'বাচনের শিল্প' (art of speaking)। ভাষা তথা কথা হলো কিছু চিহ্নের সাহায্যে নিজের চিন্তাকে ব্যাখ্যা করা, যে-সব চিহ্ন মানুষ সেই উদ্দেশ্যেই উদ্ভাবন করেছে। ব্যাকরণের কাজ হলো ঐ সব চিহ্নের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য, এবং যে-প্রক্রিয়ায় মানুষ তাদের চিন্তাকে অর্থ দেবার জন্য ঐ চিহ্নগুলিকে ব্যবহার করে, তা সন্ধান করা (Arnauld & Lancelot, Trans. 1975, p. 41)।

আমরা দেখেছি যে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতীয় ব্যাকরণবিদ পাণিনিও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। তবে পাণিনির উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের পদ্ধতি এবং পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক গুণগত পার্থক্য লক্ষণীয়। পাণিনি শুধু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের জন্য সংস্কৃত ভাষাতেই ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণ রচয়িতাদের উদ্দেশ্য এবং চিন্তাধারা ছিল বিশ্বজনীন। তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি সকল মানবভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। বস্তুত পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের বিশেষ গুরুত্ব ভাষা-বিশ্বজনীন-এর ধারণাকে রূপ দেওয়ার মধ্যে নিহিত[৭]।

অবশ্য এ-কথা স্মর্তব্য যে, ভাষা-বিশ্বজনীনের ধারণা শুধু পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণই ধারণ করে না—সার্বিকভাবে কার্তেসীয় এবং বুদ্ধিবাদী দর্শন তথা ভাষাচিন্তা সাধারণভাবে, এবং বিশেষভাবে, এই অবস্থান গ্রহণ করে।

চমস্কি কার্তেসীয় ভাষাবিজ্ঞান তথা উৎপাদনী ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন (Chomsky, 2009)। কার্যত, পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের ব্যাখ্যা চমস্কি-কথিত 'বিশ্বজনীন ব্যাকরণ' (UG) এবং ভাষার 'গভীরতল সংগঠন' (Deep Structure) ও 'উপরিতল সংগঠন' (Surface Structure)-এর ধারণায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মৌলিক তত্ত্বগত ভিত্তি দান করেছিল[৮]।

চমস্কি তাঁর কথিত 'গভীরতল সংগঠন'-এর সপক্ষে পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের নিজস্ব ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ভাষার একটি অন্তর্গত এবং একটি বহির্গত দিক রয়েছে। একটি বাক্যকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায়: এক. এটি কীভাবে চিন্তা বা রূপের প্রকাশ ঘটায়, দুই. এটির ভৌত আকৃতি। অর্থাৎ, প্রথমটি হলো বাক্যটির আর্থ ব্যাখ্যা ('semantic interpretation'), দ্বিতীয়টি হলো বাক্যটির ধ্বনিবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ('phonetic interpretation')। চমস্কি, তাঁর ভাষায়, 'সাম্প্রতিক পরিভাষা' ('recent terminology') ব্যবহার করে প্রথমটিকে বলেন বাক্যের 'গভীরতল সংগঠন' ('Deep structure')। এটি হলো

---

[৭] If it was the aim of the Port-Royal Grammars of particular languages to make the learning of each of those individual languages easier, the aim of the *General and Rational Grammar* (hereafter referred to simply as the *Grammar*) appears to have been to make the learning of any (and all) language(s) easier. (We might thus concieve of it as something like a 'master's guide' for the teaching of languages.) For the *Grammar* is an inquiry into the foundations of the art of speaking, providing an account of the nature of language. In this respect it is a 'general' (or 'universal') grammar : it is an explanation of the grammatical fitures shared by all languages. (Harris & Taylor, 1989, p. 97).

[৮] ...the study of the creative aspect of language use develpos from the assumption that linguistic and mental processes are virtually identical, language providing the primary means for free expression of thought and feeling, as well as for the functioning of the creative imagination. Similarly, much of the subtantive discussion of grammar, throughout the development of what we have been calling "Cartesian linguistics," derives from this assumption. The Port-Royal *Grammar*, for example, begins the discussion of syntax with the observation that there are "three operations of our minds: *conceiving*, *judging*, and *reasoning*".... From the manner in which concepts are combined in judgments, the *Grammar* deduces what it takes to be the general form of any possible grammar, and it proceeds to elaborate this universal underlying structure from a consideration of "the natural manner in which we express our thoughts" (Chomsky, 2009, p. 78)

বাক্যটির অন্তর্গত বিমূর্ত কাঠামো, যা এর আর্থ ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে। দ্বিতীয়টিকে তিনি বলেন 'উপরিতল সংগঠন' ('Surface structure')। এটি বাক্যটির উপরিস্থ ধ্বনিগত সংগঠন, যা এটির ধ্বনিগত ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে। এই দ্বিতীয় রূপেই শ্রোতা বাক্যটি শ্রবণ করেন, কিংবা এই রূপেই বক্তা এটিকে উপস্থাপন করতে চান।

চমস্কি এরপর আর-একটি 'কার্তেসীয়' ধারণার সূত্রপাত করেন যে, বাক্যের গভীরতল সংগঠন এবং উপরিতল সংগঠনের অভিন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। অর্থাৎ, বাক্যের অন্তর্গত আর্থ ব্যাখ্যা-সম্পৃক্ত অন্তর্গত সংগঠন সেটির বাস্তব ধ্বনিগত সংগঠনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে প্রকাশিত হয় না (Chomsky, 2009, p. 79)। চমস্কি-প্রদত্ত পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের উক্তরূপ ব্যাখ্যা বিরোধিতার সম্মুখিন হয়েছে, এবং পরবর্তীকালে চমস্কি নিজেই বাক্যের দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ধারণা পরিত্যাগ করেন।

৩.৫ আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারা

৩.৫.১ উইলিয়াম ভন হামবোল্ট

জার্মান দার্শনিক উইলিয়াম ভন হামবোল্ট-এর ভাষাচিন্তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, তা ভাষা-দর্শনগত তত্ত্ব উপহার দেয় এবং একই সঙ্গে তা ভাষাবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাবাদী বিশ্লেষণে অবদান রাখে। হামবোল্ট-এর চিন্তা হলো সাধারণভাবে ভাষার বিষয়ে তত্ত্বগত অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতালব্ধ ভাষিক উপাত্তের অভিনিবিষ্ট পর্যবেক্ষণের একটি সংশ্লেষ। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাষার অধ্যয়ন মানুষের আত্মিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে মূল ভূমিকা পালন করে। এ বিচারে বলা যায়, তিনি হার্ডারীয় রোম্যান্টিসিজমের প্রকৃত সম্পদ বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন (Chomsky, 2009, p. 79)। প্রসঙ্গত, হার্ডারীয় অনুধ্যান পরিচালিত হয়েছিল বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের যুক্তিবিদ্যাভিত্তিক বিশ্বজনীন ব্যাকরণ ('Universal Grammar')-এর ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে, হামবোল্ট বিশ্বাস করতেন, ভাষাবৈচিত্র্য ভাষার একটি বিশ্বজনীন দিক নির্দেশ করে (Humboldt, 1988)।

তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশ্বজনীন ধারণা (concepts) এবং অনুধাবনের (understanding) রূপসমূহ একান্তভাবে মানুষের এবং সেগুলি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলির মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। আর বিশ্বজনীনের এই বিশেষ হয়ে ওঠার মধ্যে মানব-ভাষা একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান গ্রহণ করে আছে। স্পষ্টতই, এই অবস্থান অ্যারিস্টটলীয় 'বিশ্বজনীন ধারণা'র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ভাষা নেহাতই একটি চিহ্ন-ভিত্তিক প্রচল নয় (সস্যুর যেমনটি মনে করতেন), যা যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। এমনকি হামবোল্ট-এর দৃষ্টিতে ভাষা আদৌ কোনও প্রচল নয়। তাঁর মতে, এ-রকম চিন্তা একটি ভুল অনুমানের দিকে চালিত হতে পারে যে, ভাষার আবির্ভাবের পূর্বেই বস্তুরাজি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা-বিশ্বের ('a shared conceptual world of objects') অস্তিত্ব ছিল। একইভাবে, ভাষাকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বিচার করা ভুল পথে পরিচালিত হতে বাধ্য, কারণ এইরূপ বিবেচনার ভিত্তি হলো ভাষা সম্বন্ধে একটি বহির্গত এবং স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিকোণ।

বস্তুত, হামবোল্ট-এর ভাষাচিন্তায় ভাষার বিশ্বজনীনতা এবং নিজস্বতা একটি বিন্দুতে মিলিত

হয়। এ-কারণেই তাঁর দৃষ্টিতে, ভাষা যোগাযোগের মাধ্যমের চেয়ে অনেক বেশি কিছু; এটি হলো সেই পরম বিন্দু যেখানে মানুষের জ্ঞান ও অনুধাবনের নীতিসমূহ এবং মানববৈচিত্র্য একসাথে মিলিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানের ভাষা-বিশ্বজনীনের ধারণাকে এক করে দেখা যায় না। হামবোল্ট-এর দৃষ্টিতে, ভাষা হলো একটি সংশ্রয়, যা চিন্তাকে আকার দেয়। উপরন্তু, প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে একটি যথার্থ বিশ্বদৃষ্টি[৯]। হামবোল্ট-এর দৃষ্টিতে, অভিজ্ঞতার সারবস্তুকে মানুষের ভাষাবোধ যে-সম্ভাব্য অন্তহীন উপায়ে রূপ বা আকৃতি দেয়, ভাষাগত বিশ্বদৃষ্টি হলো সে-সবের স্বাভাবিক ফল। উপরন্তু, যে-সূত্রাবলি এবং আর্থ রূপের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব চরিত্র উৎসারিত হয়, সেগুলি সাধারণভাবে একটি অভিন্ন ও একক নীতিকে প্রকাশ করে। হামবোল্ট-এর এই 'অভিন্ন ও একক নীতি'র ধারণাকে উৎপাদনী ব্যাকরণের বিশ্বজনীন ব্যাকরণের ধারণার সাথে মেলানো যায় না।

যাই হোক, ভাষা, চিন্তা ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে হামবোল্ট যে-দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন, তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অ্যারিস্টটলীয় ভাষাদৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। ঐ ভাষাদৃষ্টিতে, ভাষা হলো একটি ইচ্ছাজাত সৃষ্টিশীল কর্মকান্ড—চিরকালের মতো স্থিরকৃত কোনও ব্যবস্থা নয়। তবু, অনেক ভাষাবিজ্ঞানী (যেমন—নোয়াম চমস্কি) এই সৃষ্টিশীলতার ধারণাকে গ্রহণ করেছেন অনেকটা শিথিল অর্থে, যা হামবোল্ট-এর মূল বক্তব্যের থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। কেননা, হামবোল্ট-এর দৃষ্টিতে সৃষ্টিশীলতার ধারণা নির্দেশ করে যে, ভাষাকে কোনও স্বাভাবিকতাবাদী (naturalistic) দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তোষজনকভাবে অধ্যয়ন করা যায় না (Humboldt, Trans. 1988)।

হামবোল্ট-এর দৃষ্টিতে ভাষা সৃষ্টিশীল, কেননা এটি একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যা বাস্তব রূপ পায় কেবল অসংখ্য উক্তির মধ্যে—সীমিত সংখ্যক নিয়ম কিংবা কিছু স্থির উপাদানের মধ্যে নয়। ফলে, ভাষার ব্যবহার হলো পূর্বে অর্জিত ভাষিক জ্ঞানের আংশিক প্রকাশ মাত্র। সর্বোপরি, এটি হলো উক্ত জ্ঞানের মুক্ত এবং অবিরাম সৃজনকর্ম। এই বাস্তবতা এ-ও ব্যাখ্যা করে, কেন ভাষা অনবরত পরিবর্তিত হয়। ভাষার ইতিহাস ধারণার (ideas) ইতিহাসের প্রতিফলন। সে-প্রতিফলনও যথাসম্ভব সে-সব ধারণার অন্তর্গত রূপের প্রতিনিধিত্ব করে। এবং সে-কারণেই, হামবোল্ট মনে করেন, শেষ পর্যন্ত ভাষার প্রকৃত এবং যথার্থ প্রকাশ ঘটে সাহিত্যের মধ্যে।

৩.৫.২ লুদভিগ ভিটগেনস্টাইন ও ভাষাক্রীড়া

ভিটগেনস্টাইন ভাষাকে একটি গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ভাষাকে কতকগুলি নামের সংগ্রহমাত্র হিসেবে দেখেন না, বরং দেখেন শব্দ ও বাক্যের অগণিতরকম ব্যবহার এবং 'ভাষাক্রীড়া'র কতকগুলো পরিবর্তনশীল উপাদানের একটি আধার হিসেবে। এই ক্রীড়ার মধ্যে আছে বর্ণন, জ্ঞাপন, অনুমান, অনুবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন, অভিবাদন, এবং কৌতুক বলা। ভাষাক্রীড়ার 'ব্যাকরণ' বুঝতে হলে বিভিন্ন ক্রীড়ার মধ্যে যে-সব বাক্য ক্রিয়াশীল সেগুলির

[৯]এই অবস্থান সাধারণভাবে—এবং কমবেশি ভুলভাবে—'ভাষা-আপেক্ষিকতা' অভিধায় প্রকাশিত হয়। যদিও পরবর্তীকালের ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এর গভীর প্রভাব পড়েছে, তবু এর মধ্যে হামবোল্ট-এর মূল চিন্তার ব্যাপকতা ও জটিলতা অল্পই রক্ষিত হয়েছে।

ব্যবহার লক্ষ করা আবশ্যক। আর এ-জন্য ভাষাকে পরিবেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তঃর্ব্যক্তিক প্রতিবেশে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। যে-প্রতিবেশে শব্দ ও বাক্যরাজি ব্যবহৃত হয়, সেটির বিমূর্তায়ন সম্ভব নয়, কারণ ভাষাক্রীড়া তথা ভাষা একটি সামাজিক বাস্তবতা।

ভিটগেনস্টাইন ভাষার কোনও ব্যক্তিগত নিয়ম তথা কোনও ব্যক্তিগত ভাষার (private language) অস্তিত্বের সম্ভাবনা বাতিল করে দেন। কারণ, একটি ক্রীড়ার মধ্যে ক্রিয়াশীল কোনও নিয়মকে আবশ্যিকভাবে হতে হবে সাধারণ নিয়ম; সেখানে থাকবে মতৈক্য। সুতরাং, একক কোনও ব্যক্তি-কর্তৃক অনুসরণযোগ্য কোনও নিয়ম থাকতে পরে না। ভাষিক আচরণ এবং ভাষিক সক্ষমতার প্রসঙ্গে ভাষার ব্যক্তিগত নিয়মের বিষয়টি ভিটগেনস্টাইন-পরবর্তীকালে একটি বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই বিতর্ক বিদ্যমান রয়েছে ভাষার অভিজ্ঞতাবাদী ও সহজাতবাদী (বুদ্ধিবাদী) তাত্ত্বিকগণের মধ্যে। ভিটগেনস্টাইন নিজে অবিমিশ্র আচরণবাদ (behaviorism) এবং মনোবাদ (mentalism) দুটিকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন সেগুলির একদেশদর্শিতার জন্যে এবং ভাষাগত বাস্তবতা থেকে সেগুলি সমানভাবে দূরে অবস্থান করে বলে। ভিটগেনস্টাইনের দৃষ্টিতে, ভাষা-ক্রীড়া আমাদের প্রাকৃতিক ইতিহাসের অংশ, কারণ কোন ধরনের পরিবেশে কীভাবে বাক্য ব্যবহৃত হয়, তা শিখেই আমরা ভাষা অর্জন করি (Wittgenstein, Trans. 2001)। এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ভাষার সমষ্টিগত তথা সামাজিক অস্তিত্বকেই বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে।

৩.৬ সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের চিন্তা

৩.৬.১ ফার্দিন্যান্দ দ্য সস্যুর

সংগঠন-নির্ভরতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা মানব-ভাষার দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবে, এই দুটি বৈশিষ্ট্য পরস্পর-বিরোধী। তবে, ফরাসি ভাষাদার্শনিক ফার্দিন্যান্দ দ্য সস্যুরের দৃষ্টিতে ভাষার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যদুটি প্রকৃত অর্থে স্ববিরোধী নয়। সস্যুরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ভাষায় চিহ্নের ('sign') প্রকৃতি স্বেচ্ছাচারী। তবে, ভাষা স্বেচ্ছাধীনতার নীতি মানলেও এখানে আছে এই স্বেচ্ছাধীনতার বিভিন্ন মাত্রা ('degrees of arbitrariness'), যার সর্বোচ্চ রূপ হলো ব্যাকরণ। তাঁর ভাষায়, ব্যাকরণে আছে 'আপেক্ষিক তাড়না' ('relative motivation') (Saussure, Trans. 1959, p. 67)[১০]। সুতরাং, সস্যুর-এর দৃষ্টিতে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে স্বেচ্ছাধীনতার নীতি মেনে, তবে তা ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠেছে নানা শর্ত আরোপের মাধ্যমে, যে শর্তগুলো হলো প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট ভাষার ব্যাকরণ :

> In fact, the whole system of language is based on the irrational principle of the arbitrariness of the sign, which would lead to the worst sort of complication if applied without restriction. (Saussure, Trans. 1959, p. 133)

[১০] সস্যুর চিহ্ন ('*sign*') বলতে বোঝান শব্দ-চিত্র ('sound-image') এবং তা থেকে উদ্ভূত কিংবা তা দ্বারা প্রকাশিত ধারণা ('concept') মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ফলকে। শব্দ-চিত্রকে তিনি বলেন *'signifier'*, আর ধারণাকে বলে *'signified'*। সস্যুরের মতে: The bond between the signifier and the signified is arbitrary. Since I mean by sign the whole that results from the associating of the signifier with the signified, I can simply say : *the linguistic sign is arbitrary.* (Saussure, trans. 1959, p. 67)

উল্লিখিত শর্তসমূহ কিংবা ভাষার স্বেচ্ছাচারিতা—কোনওটিই ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ, ভাষা ব্যক্তিগত হতে পারে না। এ কারণেই, সস্যুর বলেন, ভাষা সৃষ্টি করেছে মানব-সমাজ:

> The arbitrary nature of the sign explains in turn why the social fact alone can create a linguistic system. The community is necessary if values that owe their existence solely to usage and general acceptance are to be set up; by himself the individual is incapable of fixing a single value. (Saussure, Trans. 1959, p. 133)

আমরা দেখেছি যে, ভিটগেনস্টাইনও ব্যক্তিগত ভাষার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। বিপরীতক্রমে লক্ষণীয় যে, উৎপাদনী ভাষাচিন্তায় ব্যক্তিগত ভাষার ('Private language') অস্তিত্বের বাধ্যবাধকতা, সেটির সঙ্গে জনভাষার ('Public language') পার্থক্য এবং ব্যক্তিগত ভাষার রূপ বর্ণনা করা হয়েছে (Fodor, 1975)।

ভাষার প্রকৃতি বিষয়ে সস্যুরের আরেকটি মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সস্যুর, খ্রিস্টপূর্ব ভারতীয় ব্যাকরণবিদ ভর্তৃহরির মতো, ভাষা ও চিন্তাকে অবিভাজ্য বলে মনে করেন। ভাষাকে তিনি তুলনা করেন একটি কাগজের পাতার সঙ্গে। পাতাটির সম্মুখ দিকটি হলো চিন্তা, আর পেছনের দিকটি হলো শব্দাবলি। কাগজের একটি দিককে না কেটে কেউ অন্য দিকটিকে কাটতে পারে না। ভাষাতেও তেমনি শব্দ ও চিন্তাকে পরস্পর থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। সস্যুরের মতে, এ-রকম বিভাজন কেবল সম্ভব বিমূর্তায়িত রূপে ('abstructedly')। আর এ-রকম বিভাজনের ফলে কেবল পাওয়া যাবে বিশুদ্ধ মনস্তত্ত্ব, কিংবা বিশুদ্ধ ধ্বনিতত্ত্ব (Saussure, Trans. 1959, p. 113)।

ভাষা অর্জন বিষয়ে সস্যুরের কোনও নির্দিষ্ট মন্তব্য পাওয়া যায় না। তবে ভাষা সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ থেকে তাঁর ভাষা অর্জনের সম্ভাব্য তত্ত্বটি অনুমান করা যেতে পারে।

সস্যুরের কাছে ভাষার প্রকাশ্য রূপটি ('human speech') বহুপার্শ্বিক ('many-sided') ও বিবিধজাতিক ('heterogeneous')। বহু পা-বিশিষ্ট একটি প্রাণীর মতো এটি কয়েকটি দিকে—ভৌত, শারীরবৃত্তীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক—একই সঙ্গে পা বাড়িয়ে আছে। কারণ, এটি একই সাথে একটি সামাজিক উৎপাদ ('social product') এবং প্রয়োজনীয় প্রচলের বা প্রথার সমষ্টি ('a collection of necessary conventions'), প্রতিটি মানুষের ব্যবহারের জন্য যেটিকে একটি সমাজ অনুমোদন দিয়েছে এবং গ্রহণ করেছে। এটি একই সাথে ব্যক্তি এবং সমাজের সাথে সম্পর্কিত। মস্তিষ্কের বিশেষ অংশ, ব্রোকা এলাকা ('Broca's area'), কথা বলার জন্য নির্ধারিত—ব্রোকা (Broca) এই তথ্য আবিষ্কার করার পরেও সস্যুর স্বীকার করেন না যে, বচনের (speech) ব্যবহার প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত একটি অনুষদকে কেন্দ্র করে ঘটে। তাঁর দাবি, আমাদের পা যেমন হাঁটার জন্য পরিকল্পিত, আমাদের বাগযন্ত্র তেমন করে কথা বলার জন্য পরিকল্পিত নয়। মস্তিষ্কের উল্লিখিত বিশেষ অংশটিও বচনের সাথে সাথে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবার ভাষার ধারণাগত রূপটিও (*langue*) সস্যুরের দৃষ্টিতে অর্জিত ও প্রচলমূলক ('acquired and conventional') (Saussure, Trans. 1959, pp. 9-10)। ভাষাকে কোনও প্রাকৃতিক উৎসের সাথে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত বলে সস্যুর মনে করেন না। বরং

তিনি ভাষাকে একটি প্রচল এবং অর্জনযোগ্য প্রপঞ্চ (phenomenon) বলেই মনে করেন। সে-বিচারে ভাষা অর্জনের তত্ত্বে সস্যুরকে অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে ধরে নেওয়াই সঙ্গত।

৩.৬.২ লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড

আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী লিওনার্দ ব্লুমফিল্ডও, সস্যুরের মতো, ভাষাকে শিখনযোগ্য এবং প্রচল বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে, আমাদের কোনওমতেই ভোলা উচিত নয় যে, "ভাষা হলো প্রশিক্ষণ ও অভ্যাসের একটি ব্যাপার" (Bloomfield, 1935, p. 34)। কোনও-না-কোনও মানবগোষ্ঠীতে জন্ম নেওয়া প্রত্যেকটি শিশুকে জীবনের প্রথম বছরগুলিতে কথা বলা এবং অনুধাবনের এইসব অভ্যাস অর্জন বা আয়ত্ত করতে হয়। ব্লুমফিল্ড-এর মতে, **'জীবনের প্রথম বছরগুলোতেই' শিশুর ভাষা অর্জন হলো, "সন্দেহাতীতভাবে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্ব"** (Bloomfield, 1935, p. 29)। **এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ভাষা অর্জন কোনও অন্তর্গত ব্যাকরণ দাবি করে না। এতে কেবল প্রয়োজন হয় 'পুনরাবৃত্তি' কিংবা 'অনুকরণের' 'একটি জন্মসূত্রে পাওয়া প্রবণতা'** ('an inherited trait')। **ভাষা অর্জন বিষয়ে ব্লুমফিল্ড সুনির্দিষ্ট কোনও তত্ত্ব** নির্মাণ করেননি। তবে তিনি ভাষা অর্জন বিষয়ে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ-নির্ভর প্রক্রিয়ার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন (Bloomfield, 1935, pp. 29-31):

১. নানারূপ উদ্দীপকের প্রভাবে শিশু ধ্বনি উচ্চারণ করে এবং তার পুনরাবৃত্তি করে। এটিকে ব্লুমফিল্ড মনে করেন একটি জন্মসূত্রে পাওয়া প্রবণতা। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন : ধরা যাক, শিশুটি একটি শব্দ ('noise') উচ্চারণ করলো যেটিকে ইংরেজিতে *da*-রূপে বর্ণনা করা যায়। শিশুটি শব্দটির পুনরাবৃত্তি করতে থাকে এবং সেটি শিশুটির নিজের কানে আঘাত করতে থাকে। এভাবে এটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়। মুখের একই রকম নড়াচড়া হয় এ-রকম কোনও শব্দ বড়োদের থেকে শুনে সে তার অভ্যাসমতো সেটি উচ্চারণ করে। এই আধো-বোল শিশুকে একটি ভাষার শব্দ শুনে তা উচ্চারণ করতে শেখায়।

২. মা কিংবা অন্য কেউ শিশুটির সামনে এমন কোনও একটি শব্দ উচ্চারণ করেন, যেটি তার আধো-বোলের কোনও একটির সাথে মেলে। শিশু শব্দটি শুনলে তার অভ্যাস ফিরে আসে এবং সে সবচেয়ে কাছাকাছি আধো-বোলটি বলে। তখন আমরা বলি যে, শিশুটি অনুকরণ করতে শুরু করেছে।

৩. মা কোনও বস্তু (ধরা যাক, একটি পুতুল। বস্তুটি তখন একটি উদ্দীপকের কাজ করে) সাথে নিয়ে শিশুটির সঙ্গে সেটির সম্বন্ধে কথা বলেন। পুতুলটি শিশুটিকে দেখাতে দেখাতে কিংবা দিতে দিতে হয়তো তিনি 'doll' শব্দটি উচ্চারণ করেন। দেখা ও শোনার এই যুগপৎ ক্রিয়া বারবার ঘটতে থাকে। এভাবে শিশুটির একটি নতুন অভ্যাস তৈরি হয়। এখন সে বস্তুটি দেখে ও শব্দটি শুনে উচ্চারণ করে *da* । এটি এখন একটি শব্দ (word)। বয়স্কদের কাছে এটিকে শব্দ মনে না হতে পারে, তবে তা নিছক ত্রুটি ('imperfection')। ব্লুমফিল্ড মনে করেন না যে, শিশু নিজে কোনও শব্দ উদ্ভাবন করতে পারে।

৪. পুতুল দেখে *da* বলার অভ্যাস থেকে শিশুর আরো অভ্যাসের জন্ম হয়। ধরা যাক, দিনের পর দিন ঠিক গোসলের পর শিশুটিকে পুতুলটি দেওয়া হয়, এবং সে বলে চলে *da*, *da*, *da* । এখন তার অভ্যাস হয়েছে গোসলের পরপর *da*, *da*, *da* বলার। কোনও একদিন মা পুতুলটি দিতে ভুলে গেলেন। তখন শিশুটি *da*, *da*, *da* বলে চিৎকার করতে লাগলো। মা

বললেন 'ও পুতুলটা চাচ্ছে।' মা ঠিকই বললেন। 'চাওয়া' কথাটি একই পরিস্থিতির একটি অপেক্ষাকৃত জটিল রকমফের। এখন শিশুটির ভাষার উত্তরণ হলো বিমূর্ত (*abstract*) বা স্থানান্তরিত (*displaced*) উক্তিতে; এমন একটি জিনিসের কথা সে বলতে শিখলো, যা সেই মুহূর্তে সেখানে অনুপস্থিত।

৫. এরপর শিশুর ভাষা তার ফলাফলের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে নিখুঁত হতে শুরু করে। পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অর্জিত তার অপেক্ষাকৃত যথার্থ উক্তি ব্যবহারের চেষ্টা অনুকূল সাড়া পায়, আর ব্যর্থতার ফল হয় বিপরীত। যেমন—*da* বললে সে পুতুলটি পায় না, কিন্তু *doll*-এর কাছাকাছি কিছু বললে সে পুতুলটি পায়। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

একই সাথে একই প্রক্রিয়ায় শিশু শ্রোতার ভূমিকাও গ্রহণ করতে শেখে। এই দুই ভূমিকা ক্রমশ একীভূত হতে থাকে। এভাবে একসময় সে নতুন শব্দ একই সাথে বলতে এবং বুঝতে শেখে। এর উল্টো প্রক্রিয়াও ঘটে। যখনই সে নতুন শব্দ বা বাক্যে সাড়া দিতে শেখে, সাথে সাথে সে উপযুক্ত পরিবেশে সেসব শব্দের ব্যবহার করতেও শেখে।

নতুন শব্দ বা বাক্য শুনে যথাযথভাবে সাড়া দিতে পারাটাকে ব্লুমফিল্ড অধিকতর জটিল প্রক্রিয়া বলে মনে করেছেন। কারণ, পরবর্তী জীবনে একজন মানুষ এমন অনেক বাক্য বুঝতে পারে, যা সে কখনো ব্যবহার করে না, কিংবা কদাচিৎ করে। একেক পরিস্থিতিতে একেকভাবে সাড়া দেওয়া কিংবা বাক্য নির্মাণের পেছনে যে-কর্মপ্রক্রিয়া কাজ করে, ব্লুমফিল্ড-এর চোখে তা 'খুবই অস্পষ্ট'। বাক্য নির্মাণের 'প্রায় অন্তহীন সম্ভাবনা'র পেছনের যন্ত্রকৌশল ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট দুটি তত্ত্বের উল্লেখ ব্লুমফিল্ড করেছেন (Bloomfield, 1935, pp. 32-33)। একটি হলো মনোভিত্তিক তত্ত্ব (mentalistic theory), অন্যটি বস্তুভিত্তিক তত্ত্ব (materialistic theory)। উক্ত মনোভিত্তিক তত্ত্ব উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে প্রবলভাবে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। বস্তুভিত্তিক তত্ত্ব রূপ পায় ভাষার আচরণবাদী (কিংবা অন্য অর্থে অভিজ্ঞতাবাদী) অনুসন্ধানে। স্পষ্টতই, ব্লুমফিল্ড নিজে ভাষা অর্জনের যে-প্রক্রিয়া বা ধাপসমূহ বর্ণনা করেছেন, তা আচরণবাদী তথা অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তার সপক্ষেই তাঁর অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়।

৩.৭ ভাষা-মনস্তাত্ত্বিকগণের চিন্তা

৩.৭.১ জাঁ পিয়াজে

সুইস জীববিজ্ঞানী ও মনোবিদ জাঁ পিয়াজে (Jean Piaget) মানবজ্ঞানের উৎসের সন্ধানে শিশু-মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করেছিলেন। পিয়াজের অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছিলো এই প্রস্তাবনা থেকে যে, সকল জীব তাদের চারপাশের পরিবেশের সাথে আন্তঃসম্পর্ক বজায় রাখে। এই প্রারম্ভ-বিন্দু থেকে যাত্রা করে পিয়াজে দেখতে পান যে, শিশু তার জ্ঞানের নির্মাণপ্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পুরনো জ্ঞান নতুন জ্ঞানের সাথে যুক্ত হয় এবং তার ভিত্তিতে পুরনো জ্ঞানের সংশোধন ও পুনর্গঠন চলে। পিয়াজের অনুসন্ধানে ধারণাসমূহ (Phenomena—স্থান, কাল, সময়, সংখ্যা, কার্যকারণ ইত্যাদি)-এর অস্তিত্ব জন্মপূর্ব নয় (Piaget, trans. 1959)। এমন নয় যে, শিশুর মস্তিষ্কে সেসব ধারণা দিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা সেসব আগে থেকেই থাকে এবং পৃথিবীতে এসে শিশুকে সেসব কেবল খুঁজে নিতে কিংবা আবিষ্কার করতে হয়। বরং, ঐ সব

ধারণা শিশুকে নির্মাণ করে নিতে হয়, কিংবা উদ্ভাবন করতে হয় শৈশবের দিনগুলোতে চারপাশের পৃথিবীর সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে। পিয়াজের এই দৃষ্টিকোণকে 'নির্মাণবাদ' (constructivism) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, নির্মাণবাদ পিয়াজেকে একই সাথে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদ ও সহজাতবাদ থেকে পৃথক করেছে। পিয়াজের নির্মাণবাদ শিশুর সক্রিয় জ্ঞান-নির্মাণের স্বাধীনতার ওপর জোর দেয়। লক্ষণীয় যে, ব্লুমফিল্ড-এর পর্যবেক্ষণ—ভাষা অর্জন শিশুর সবচেয়ে বড়ো বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্ব—ভাষা অর্জনে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ বিষয়ে পিয়াজের ধারণার সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। পরিবেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের শুরুর দিনগুলিতে শিশু এই নির্মাণে অংশ নেয়। পিয়াজের দৃষ্টিতে নির্মাণ একটি চলমান প্রক্রিয়া; ব্যক্তি এবং সমাজ অবিরত জগৎ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। তবে পিয়াজের অনুসন্ধানের মূল অবস্থান-বিন্দু হলো: শিশু জ্ঞান অর্জনের যে-ধাপসমূহের মধ্য দিয়ে যায় এবং সেই ধাপসমূহ যে-নির্দিষ্ট ক্রম অনুসরণ করে, তা বিশ্বজনীন।

শিশুর ভাষা কিংবা ভাষা অর্জন বিষয়ে পিয়াজে কোনও আগ্রহ দেখাননি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাষা চিন্তার প্রকাশের একটি সহায়ক উপায় মাত্র এবং ভাষিক জ্ঞান শিশুর সার্বিক জ্ঞানের কোনও স্বাধীন এমনকি একান্ত আবশ্যিক উপাদানও নয়। ভাষা অর্জন প্রক্রিয়া শিশুর সাধারণ জ্ঞানগত বিকাশের ওপর নির্ভরশীল, সুতরাং সেটির স্থান জ্ঞানোন্নয়ন প্রক্রিয়ার পরে—পিয়াজের এই মত ভাষা অর্জনের চর্চার ক্ষেত্রে বিতর্ক তৈরি করেছে। এ-ক্ষেত্রে পিয়াজের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে ভাষা অর্জনের সহজাতবাদী তত্ত্ব। বাস্তবে এই বিষয়ে ১৯৭০-এর শেষের দিকে নোয়াম চমস্কির সাথে পিয়াজের বিতর্ক হয় (Piattelli-Palmarini, 1983)। কারণ চমস্কি বিশ্বাস করেন, ভাষা হলো মানব-মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট অনুষদ, যেটির গড়ে-ওঠার নিজস্ব নিয়ম রয়েছে। তাছাড়া, চমস্কি ভাষার একটি সহজাত তথা অন্তর্গত বিশ্বজনীন ব্যাকরণেও বিশ্বাস করেন।

৩.৭.২ লেভ ভিগোটস্কি

রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী লেভ ভিগোটস্কি শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের (psychic development) পর্যায়সমূহের অধ্যয়ন করেছেন। শিষ্য লুরিয়া-র সাথে তিনি মনের জন্ম বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন (Luria & Vygotsky, Trans. 1992)। এই গ্রন্থে তাঁরা নরবানর (ape), আদিম মানব ('primitive' man) এবং মানবশিশুকে মনস্ক্রিয়ার (psychic functions) আদি পর্যায়সমূহের একেকটি ধাপ হিসেবে বিবেচনা করেন। ভাষা ও অন্যান্য চিহ্ন-সংশ্রয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তিনি মানব-আচরণের একটি সুনির্দিষ্ট বিশ্বজনীন উপকরণ হিসেবে দেখেন এবং তার ওপর বিশেষ জোর দেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা মানব-মন ও চেতনার (consciousness) বিকাশের মূলগত শর্তগুলো কী তা উদ্ঘাটন করে। ভাষার বিকাশের প্রাথমিক ধাপসমূহ বিশ্লেষণ করে ভিগোটস্কি দেখান যে, ভাষিক সক্রিয়তার এই আদিম রূপসমূহ প্রকৃত অর্থেই সম্ভাবনায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সংশ্লিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির এই রূপসমূহের প্রয়োজন হয়। ভাষা ও চিন্তার মধ্যে গতিশীল প্রায়োগিক আন্তঃসংযোগ (dynamic functional interconnection) ছিল ভিগোটস্কির মূল অনুসন্ধানের বিষয়, যা তাঁর প্রধানতম গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে (Vygotsky, Trans. 1962)। এই গ্রন্থে ভাষা ও চিন্তা—উভয়ই

বিবেচিত হয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে সংঘটিত সক্রিয়তা হিসেবে; কোনও স্থির ধারণা হিসেবে নয়। প্রত্যেকটিই হলো একেকটি জটিল বাস্তবতা, যার রয়েছে অন্তর্গত ইতিহাস। এমনকি লিখিত ভাষাকে তিনি ভাষিক আচরণের স্বতন্ত্র একটি প্রায়োগিক প্রকাশ হিসেবে দেখেন। এটি, তাঁর দৃষ্টিতে, সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি স্বতন্ত্র পর্যায় এবং সে-কারণেই মৌখিক বচন (oral speech) থেকে ভিন্ন। চিন্তা ও ভাষার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এক গতিশীল অন্তর্গত বচনের ধারণা হলো ভিগোটস্কির সবচেয়ে মৌলিক অবদান। ভিগোটস্কির মতে, শিশুর একেবারে প্রথম পর্যায়ের ভাষিক আচরণও সামাজিক আন্তঃসংযোগের অংশ। বস্তুত এটি জাঁ পিয়াজে-কথিত শিশুর আত্মকেন্দ্রিক বচন ('egocentric speech')[১১]-এর ধারণার একটি সমালোচনা। শিশুরা আসলে তখন (তাদের বিকাশের প্রথম পর্যায়ে) সামাজিক পরিবেশের সাথে আন্তঃসংযোগের মধ্য দিয়ে তাদের ভাষিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে নিচ্ছে, যা বাস্তবতার ব্যবহারিক দক্ষতাবৃদ্ধির অংশ। পিয়াজের চিন্তার বিপরীতে ভিগোটস্কি বলেন, চিন্তা ও ভাষার দিকে শিশুর যাত্রা হলো বহির্গত থেকে অন্তর্গত আচরণগত কর্মকাণ্ডের দিকে যাত্রা। তবে, পিয়াজে এবং ভিগোটস্কি উভয়ই ভাষার সামাজিক চরিত্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন (Piaget, Trans. 1995; Vygotsky, Trans. 1994, Smith, Dockrell & Tomlinson, 1997-এ উদ্ধৃত)। বস্তুত, চিন্তা ও ভাষার সম্পর্ক বিষয়ে ভিগোটস্কির অনুসন্ধান বহু শৃঙ্খলাকে অঙ্গীভূত করেছে, যেমন—মনোভাষাবিজ্ঞান (psycholinguistics), স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান (neurolinguistics), সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান (structural linguistics), চিহ্নবিজ্ঞান (semiotics), জ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (cognitivism)।

৩.৮ *আচরণবাদী তত্ত্ব: বি. এফ. স্কিনার*

আমেরিকান আচরণবাদী মনস্তত্ত্ববিদ বি. এফ. স্কিনার মানব-আচরণের নিরীক্ষাধর্মী গবেষণা (Experimental Analysis of Behavior—EAB)-র ধারা প্রবর্তন করেন। এই ধারার ভিত্তি হিসেবে তিনি যে-দর্শন অবলম্বন করেন, তাকে বলা হয় বৈপ্লবিক আচরণবাদ (radical behaviorism) (Skinner, 1938, 1974)। EAB অনুযায়ী, যে-কোনও আচরণকে তিনটি অংশে ভেঙে ফেলা যায়: বিভাজক উদ্দীপক (discriminative stimulus—যে-বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে জীবটি অবস্থান করছে), আচরণ প্রতিক্রিয়া (operant response)[১২], এবং অন্য একটি উদ্দীপক—*পুরস্কারক* (reinforcer) কিংবা *শাস্তিদায়ক* (punisher) স্কিনার ব্যাখ্যা করেন, আচরণ নিয়ন্ত্রণ (Operant conditioning) হলো একটি সাধারণ শিখন-যন্ত্রকৌশল (learning mechanism), আর সেটা তখনই ঘটে যখন একটি উদ্দীপক (পুরস্কারক কিংবা শাস্তিদায়ক) বিভাজক উদ্দীপকের উপস্থিতিতে পরীক্ষাধীন জীবটি-কর্তৃক নির্দিষ্ট একটি আচরণ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেয়। স্কিনারের মনস্তত্ত্বে অন্তর্গত

---

[১১] পিয়াজে শিশুর ভাষাকে দুটি মৌলিক শ্রেণীতে বিভক্ত করেন: *আত্মকেন্দ্রিক* বচন (egocentric speech) ও *সামাজিকায়িত* বচন (socialized speech)। ভাষা অর্জনের প্রথমদিকে মূলত শিশুর বচন আত্মকেন্দ্রিক হয়। ধীরে ধীরে এর সামাজিকায়ন ঘটে এবং সাত বছর বয়সের দিকে শিশুর বচনে উক্ত দ্বিতীয় ধরনটি বেশি প্রকাশ পায় (Singer & Revenson, 1996, pp. 57-72)।

[১২] *আচরণ* প্রতিক্রিয়া হলো এমন একটি আচরণ যাকে তার পরিণতির ভিত্তিতে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। অর্থাৎ, পরে ঐ আচরণ কম (শাস্তি পেলে) অথবা বেশি (পুরস্কৃত হলে) ঘটবে।

মানসিক অবস্থাকে (inner mental states) আচরণের কারণ হিসেবে না দেখে স্বয়ং সেটিকেই আচরণ (operant responses)[১৩] হিসেবে দেখা হয়, অন্য যে-কোনও আচরণের মতো যেটিকে বহির্গত উদ্দীপকের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আচরণ নিয়ন্ত্রণ হলো একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া, যা অনেকটা প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection)-এর মতো, নতুন সাড়া নির্বাচনের বিষয়টি নির্ধারণ করে। আচরণ নিয়ন্ত্রণ-এর মাধ্যমে যে-কোনও মানব-আচরণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে স্কিনার দাবি করেন। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত (চমস্কির 'উৎপাদনী ব্যাকরণ'-এর পরিকল্পনায় যাঁর গভীর প্রভাব আছে) তাঁর *Discourse on Method* গ্রন্থে মানব-মনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। দেকার্ত মনে করতেন যে, কোনও যান্ত্রিকতাই মানুষের ভাষা ও যুক্তিপ্রক্রিয়ার (reasoning) উৎপাদনশীলতা (productivity) এবং ব্যবহারিক যথার্থতা (pragmatic appropriateness)[১৪] ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু স্কিনার (Skinner, 1957) EAB-র ধারণা ও পদ্ধতির সাহায্যে দেখাতে চেষ্টা করেন যে, ভাষার উৎপাদনশীলতা এবং ব্যবহারিক যথার্থতা যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ভাষার ব্যবহারিক যথার্থতার বর্ণনায় স্কিনার বাক্যকে একটি সমগ্র একক হিসেবে গ্রহণ করেন, এবং দেখান, কীভাবে পরিবেশ, বিশেষ করে ভাষিক সমাজ (verbal community), ভাষিক সাড়ার রূপ নির্ধারণে পুরস্কারক এবং শাস্তিদায়ক জোগান দেয়। ভাষা উৎপাদনের বর্ণনায় স্কিনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন শব্দের (word) ওপর, এবং দেখানোর চেষ্টা করেন, কীভাবে শিশুর ভাষিক সমাজ-কর্তৃক সরবরাহকৃত পুরস্কারক ও শাস্তিদায়ক উপাদানসমূহ বাক্য গঠনে ভূমিকা রাখছে।

ভাষার আচরণবাদী ব্যাখ্যায় স্কিনারের উপর্যুক্ত উদ্যোগ চমস্কির প্রবল আক্রমণের শিকার হয় (Chomsky, 1959)। চমস্কির উদ্দীপনার অপ্রতুলতা (poverty of stimulus) বিতর্ক অনুযায়ী, আচরণ নিয়ন্ত্রণ-এর সাহায্যে ব্যাকরণসম্মত ভাষিক সাড়ার (অর্থাৎ, বাক্য বা ভাষার) অর্জন কিংবা উৎপাদনের সক্ষমতা ব্যাখ্যা করা যায় না। উদ্দীপনার অপ্রতুলতার তত্ত্বমতে, ভাষিক পরিবেশ শিশুকে পর্যাপ্ত প্রসম্ভার তথা উদ্দীপক সরবরাহ করে না। অন্যভাবে বললে, উক্ত উদ্দীপক (কিংবা চমস্কির ভাষায়, evidence—প্রমাণ) এত বিশৃঙ্খল এবং দুর্বল যে, শিশু তার চারপাশে কথিত ভাষা থেকে ঐ ভাষার ব্যাকরণ অর্জন করতে পারে না। ভাষিক উদ্দীপক বিশৃঙ্খল (unsystematic), কারণ তাতে কোনও নেতিবাচক প্রমাণ (negative evidence—যে-প্রমাণ ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ ভাষিক উৎপাদ-কে ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ বলে চিহ্নিত করে) থাকে না। আবার, ভাষিক উদ্দীপক দুর্বল (weak), কারণ এতে ইতিবাচক প্রমাণ-এর (positive evidence—যে-প্রমাণ ব্যাকরণসম্মত ভাষিক উৎপাদ-কে ব্যাকরণসম্মত বলে চিহ্নিত করে) মান নিম্ন। উপরন্তু, যেহেতু শিশু তার ভাষার সকল ব্যাকরণসম্মত বাক্যের একটি ছোট সীমিত অংশ মাত্র শুনতে পায়, সুতরাং সে কোনও ব্যাকরণসম্মত বাক্যের অনুপস্থিতিকে ব্যাকরণগত অশুদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। তবু, নিজের ভাষিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপকের প্রকৃতি এত দীন হওয়া সত্ত্বেও, শিশু

[১৩] আচরণবাদী মনস্তত্ত্বে ভাষাকে একটি আচরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

[১৪] বাস্তব পরিবেশে ভাষা ব্যবহারের সময় নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ভাষার সঠিক ব্যবহার করার যে-ক্ষমতা। চমস্কি-কথিত কার্তেসীয় ভাষাবিজ্ঞানে—এবং চমস্কির নিজের রচনাতেও—এই ক্ষমতাকেই হামবোল্ট-এর উক্তি অনুযায়ী বলা হয়েছে 'ভাষা ব্যবহারের সৃষ্টিশীল দিক' (Chomsky, 2009)।

স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পূর্ণ দ্রুততার সঙ্গেই স্বভাষা (native language) অর্জন করে।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, স্কিনারের *Verbal Behavior* নানা অর্থেই ভাষার ব্যবহারিক যথার্থতার ব্যাখ্যা দেয় (মানব-মনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয় বলে দেকার্তের যে-দাবি, স্কিনারের ব্যাখ্যা তার একটি উত্তর), কোনও প্রচলিত ব্যাকরণগ্রন্থ তা দিতে পারে না। তবে, স্কিনারের অনুসন্ধান ভাষার উৎপাদনশীলতার কোনও যান্ত্রিক ব্যাখা দিতে পারে না (দেকার্তের অপর দাবি) বলে চমস্কি যে-বিতর্ক করেছেন, তা যথার্থ। উক্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারে চমস্কির উৎপাদনী ব্যাকরণ বরং সম্পূর্ণ সক্ষমতা দাবি করতে পারে। সার্বিক বিচারে, ভাষার অর্জন-সংক্রান্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে চমস্কি এবং স্কিনার সমান-সমান কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন।

৩.৯ উৎপাদনী ব্যাকরণ

ভাষাবিজ্ঞান এবং ভাষা-অর্জন সংক্রান্ত যে-কোনও অনুসন্ধান বা আলোচনায় চমস্কির রচনাসমূহের উল্লেখ অপরিহার্য। বস্তুত ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর মতো প্রভাববিস্তারী ব্যাপকতা নিয়ে আর-কেউ আবির্ভূত হননি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "রূপান্তরমূলক-উৎপাদনী ব্যাকরণ" (Transformational-Generative Grammar)-এর মূল কথা উল্লেখ্য—

১. প্রত্যেক মানুষ ভাষা-সংক্রান্ত অভিন্ন জ্ঞান নিয়েই জন্মায়। এই জ্ঞানকে চমস্কি বলেন 'নীতি' ও 'উপনীতি' (Principles and Parameters)। মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অংশ (Module) এইসব নীতি ও উপনীতিকে ধারণ করে। মস্তিষ্কের এই অংশকে চমস্কি নাম দেন LAD (Language Acquisition Device)। পরে তিনি উদ্ভব ঘটান UG (Universal Grammar) ধারণার। চমস্কি একে Language Faculty নামেও অভিহিত করেন (Chomsky, 1995)।

২. মানুষের UG তথা Language Faculty নির্দিষ্ট কোনও ভাষার পরিবেশের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলে সেই ভাষার 'উপনীতি'সমূহ (Parameters) UG-কে সক্রিয় করে তোলে এবং সেই ব্যক্তি সেই ভাষা শেখে। উপনীতিসমূহ হলো নির্দিষ্ট কোনও ভাষার ব্যাকরণ। এই তত্ত্ব "শাসন ও বাঁধনতত্ত্ব" (Government and Binding theory) তথা "প্রমিত তত্ত্ব" (Standard Theory) নামে পরিচিত হয় (Chomsky, 1965, 1981)।

৩. প্লেটো, পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণ ও কার্তেসীয় ভাষাবিজ্ঞানের ধারাতেই নোয়াম চমস্কির অবস্থান। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বাক্যের সংগঠন বিশ্লেষণে প্রবর্তন করেন পদসংগঠন (Phrase-structure—PS)-এর ধারণার। চমস্কি তাঁর তত্ত্ব নির্মাণে এই ধারণার প্রয়োগ ঘটান। তবে তিনি এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেন 'রূপান্তর' (Transformation)-এর ধারণার। চমস্কি তাঁর বহুলকথিত 'রূপান্তর'-এর ধারণার জন্য পোর্ট-রয়্যাল ব্যাকরণের কাছে ঋণী (Chomsky, 2009)। মানুষের জন্মগত ভাষাজ্ঞানের ধারণাকে তিনি শুধু গ্রহণই করেননি, সেটাকে একটা চরম রূপ দিয়েছেন। অনেক অভিজ্ঞতাবাদী ও আচরণবাদী ভাষাবিজ্ঞানী *tabula rasa*-র ধারণাটিকে মেনে নিতে প্রস্তুত এই অর্থে যে, একখণ্ড পাথরের যেমন একটা মূর্তি হয়ে উঠবার স্বাভাবিক যোগ্যতা বা সম্ভাবনা থাকে, তেমনি একটি শিশুরও থাকে ভাষা অর্জনের ক্ষমতা। কিন্তু চমস্কির দাবি এতখানি যে তিনি বলেন, "শেখার প্রস্তুতি" (learning readiness), প্রবণতা (biases) ও মানস-গঠন (dispositions) যেমন শিশুর আবশ্যিকভাবে থাকে, তেমনি থাকে সক্রিয় ও সুনির্দিষ্ট একগুচ্ছ "ভাষিক যন্ত্রকৌশল" (linguistic mechanisms) (Searle,

1972)। এ-কারণে চমস্কি বলেন, "ভাষাবোধ"(linguistic competence)-এর কথা, যা দিয়ে মানবশিশু পূর্বে-অশ্রুত বাক্য বুঝতে ও নির্মাণ করতে পারে। এই ভাষিক ক্ষমতাকে চমস্কি তাঁর ভাষা-সংগঠন মডেলের "গভীরতল সংগঠন" (Deep Structure)-এর অন্তর্ভুক্ত করেন, যার ধ্বনিগত (phonetic) প্রকাশ ঘটে "উপরিতল সংগঠন" (Surface Structure)-এর মাধ্যমে। উভয় তলের মাঝখানে কাজ করে রূপান্তর সূত্রাবলি (Transformation Rules)। নিচের চিত্রে উৎপাদনী ব্যাকরণ-প্রস্তাবিত পূর্বতন (Chomsky, 1965, 1975, 1981) ভাষা মডেলের একটি সরল রূপ উপস্থাপন করা হলো—

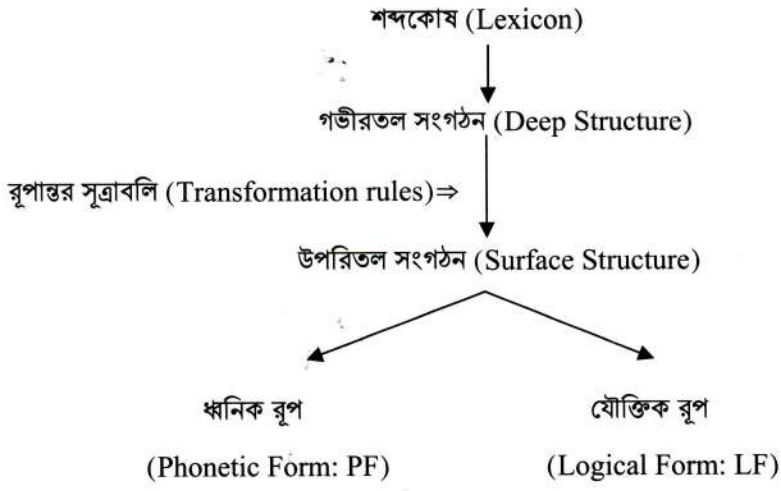

চিত্র: *ভাষা অনুষদের পূর্বতন উৎপাদনী রূপ (Jackendoff, 1997, p. 85 অনুসরণে কিছু ব্যাখ্যাত্মক অনুপুঙ্খ ব্যতিরেকে উপস্থাপিত)। এর সঙ্গে উৎপাদনী ব্যাকরণ-প্রস্তাবিত পরবর্তী (Chomsky, 1995) ভাষা-মডেলের (এই অনুচ্ছেদে কিছু পরে উপস্থাপিত) তুলনা করা যেতে পারে।*

বাক্যকেই চমস্কি ভাষার প্রাণকেন্দ্র বিবেচনা করেছেন। তাঁর প্রথম আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ *Syntactic Structures*-এ (Chomsky, 1957) তিনি প্রবর্তন করেন "ব্যাকরণের স্বাধীনতা"র (The independence of grammar) ধানণার। অর্থাৎ, ব্যাকরণ তাঁর কাছে বাক্য উৎপাদনের একটি যন্ত্র, যে-যন্ত্র সসীম সংখ্যক উপাদান (ধ্বনি, শব্দ) থেকে অসীম সংখ্যক শুদ্ধ এবং কেবল শুদ্ধ বাক্য উৎপাদন করবে। এই ব্যাকরণকে তিনি বাক্যের অর্থ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন।

পরে অবশ্য চমস্কিরই ছাত্র G. Lakoff, J. McCawley ও J. Ross-সূচিত "উৎপাদনী অর্থতত্ত্বের" (Generative Semantics) প্রভাবে চমস্কি তাঁর ভাষা-মডেলে অর্থকেও স্থান করে দেন। উৎপাদনী অর্থতত্ত্বের প্রবক্তাগণ দাবি করেন যে, বাক্য-সংগঠন ও অর্থতত্ত্বের মধ্যে কোনও বিভাজনকারী সীমারেখার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং চমস্কি-কথিত গভীরতল সংগঠনও অস্তিত্বহীন (Searle, 1972)।

ঐতিহাসিকভাবে, উৎপাদনী অর্থতত্ত্ব (Generative Semantics) উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশের সময় এবং পরবর্তীকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শ হিসেবে বিবেচ্য। তবে এখানে এটির বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। ভাষা অর্জনের তত্ত্ব অনুসন্ধানে এটির যে-প্রাসঙ্গিকতা (বাক্যিক গভীরতল সংগঠনের ধারণার পরিবর্তে) আছে, আমরা কেবল সে-সূত্রেই এটির উল্লেখ এ স্থানে করব। সংক্ষেপে, এই তত্ত্ব দাবি করে যে, গভীরতল সংগঠনের শুধু স্থায়ী বৈশিষ্ট্যসমূহ যৌক্তিক কাঠামোর (logical structure) একটি বিমূর্ততর স্তরের সাথে সম্পর্কিত (Levine and Postal, 2004, footnote, p. 215)। অন্য কথায়, আর্থ কাঠামোসমূহ (semantic structures) কতকগুলি মূলগত বিশ্বজনীন সূত্রের রূপে উৎপাদিত হয়। এই প্রস্তাব উৎপাদনী ভাষাবিজ্ঞানের এই দাবির সাথে সাংঘর্ষিক যে, ব্যাকরণের অর্থ-সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে একমাত্র প্রযোজ্য কাঠামোটি কেবল বাক্যিক গভীরতলই উপস্থাপন করে (Katz and Fodor, 1963; Chomsky, 1971)। এই বিতর্কের বিস্তারিত বিশ্লেষণ পাওয়া যায় Newmeyer (1986a, 1986b, 1996), Harris (1993), Huck and Goldsmith (1995)-এ। বস্তুত কারক ব্যাকরণের (Case grammar) মতোই George Lakoff, James D. McCawley, Paul M. Postal, and John Robert Ross প্রমুখ উৎপাদনী অর্থতত্ত্বের প্রবক্তাগণ গত শতাব্দীর ষাটের দশকে বাক্যের গভীরতল সংগঠনের ধারণা পরিত্যাগের প্রস্তাব করেন যা পরবর্তীকালে চমস্কি তাঁর 'ন্যূনতমাত্মক' (Minimalist) তত্ত্বে গ্রহণ করেন (Chomsky, 1995, pp. 150-151)। এই তত্ত্বে ভাষা অনুষদ মডেল থেকে গভীরতল সংগঠনকে (সুতরাং, উপরিতল সংগঠনকেও) বাদ দেওয়ার কারণ হিসেবে চমস্কি বাক্য বিশ্লেষণে "পরিমিতি"(economy) এবং "পূর্ণ ব্যাখ্যা" ('Full Interpretation'—FI) ধারণাদুটিকে অবলম্বন করেন। পরিমিতির ধারণা অনুযায়ী, ভাষা অনুষদের কাঠামো হবে "যথাসম্ভব পরিমিত" (as economical as possible), যেখানে বাক্য ব্যাখ্যায় অপ্রয়োজনীয় কোনও নিয়মের প্রয়োগ হবে না (p. 150)। "পূর্ণ ব্যাখ্যা" ধারণা অনুযায়ী, বাক্যিক উপস্থাপনায় কেবল সেই উপাদানই স্থান পাবে, যা যথাযথভাবে অনুমোদিত (properly "licensed"—p. 151)। গভীরতল সংগঠনকে তিনি আভিধানিক কাঠামোর একটি প্রক্ষেপমাত্র ('simply...a projection of lexical structure...') হিসেবে বিবেচনা করেন। তাই, গভীরতলের স্থান নেয় কেবল আর্থ কাঠামো। পরবর্তী চিত্রে ভাষা অনুষদের ন্যূনতমাত্মক (Chomsky, 1995) রূপ উপস্থাপন করা হলো—

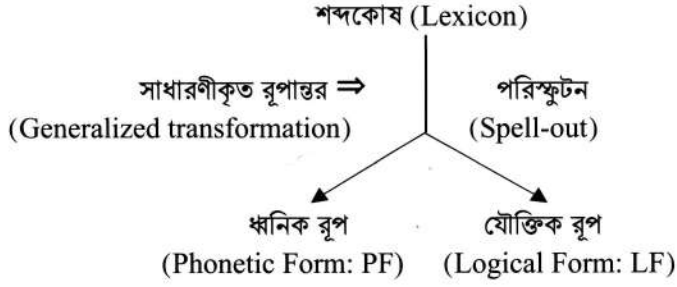

চিত্র: ভাষা অনুষদের ন্যূনতমাত্মক রূপ (Jackendoff, 1997, p. 85) অনুসরণে কিছু ব্যাখ্যাত্মক অনুপুঙ্খ ব্যতিরেকে উপস্থাপিত)। এর সঙ্গে উৎপাদনী ব্যাকরণের পূর্বতন (Chomsky, 1965, 1975, 1981) ভাষা-মডেল তুলনীয়।

চমস্কি আরো দাবি করেন, মানব-ভাষার সংগঠন মানবমনের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের ফল, যার সাথে যোগাযোগের (communication) কোনও তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক নেই (Searle, 1972)—যদিও মানুষ কেবল যোগাযোগ স্থাপন ও চিন্তনের জন্যই ভাষা ব্যবহার করে। তাই অর্থকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরও *The Minimalist Program* (1995)-এ বাক্যই থেকে গেছে ব্যাকরণের কেন্দ্রে। চমস্কি ভাষাকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবেও দেখতে রাজি নন। Seuren বলেন—

> His (Chomsky's) denial of the communicative function of language and, in general, of the social context in which speech utterances have semantic effects,...make[s] for...unclarities, uncertainties, and distortions in the basic conditions to be met by a language system.... (Seuren, 2004, p. 6)

৩.৯ কারক ব্যাকরণ

বাক্যিক গভীরতল সংগঠনের ধারণা পরিত্যাগের পিছনে আরেকটি ভাষাবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বস্তুত এটি একটি প্রাকতত্ত্ব যা কারক ব্যাকরণ (Case Grammar) নামে পরিচিত। চার্লস জে. ফিলমোর কারক ব্যাকরণ প্রাকতত্ত্বের প্রবক্তা। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষে এটি বিকাশ লাভ করেছিল (Fillmore, 1968, 1969)। এই প্রাকতত্ত্বের আওতায় ফিলমোর "কারক সম্পর্ক" (Case Relation) ধারণার প্রবর্তন করেন। সংক্ষেপে, কারক সম্পর্ক বলতে বোঝায় বিভক্তিসমূহের (case inflexions) আদি ক্রিয়া ('কাজ' অর্থে—prototypical function)।

কারক ব্যাকরণের ধারণার আওতায়, এই ক্রিয়া নিষ্ক্রিয় (neutralized) থেকেও বাক্যের পদসমূহের মধ্যে ব্যাকরণগত সম্পর্ক তৈরি করতে পারে (এই প্রক্রিয়ার একটি উদাহরণ Anderson, 2006)। এই চিন্তা চমস্কি-কথিত (Chomsky, 1965) গভীরতল সংগঠন (DS)-এর স্থান দখল করে। মূলধারার রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের বিকাশের প্রথম দিকে (Chomsky, 1965, 1972, 1981, 1986) কারক ব্যাকরণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। পরে রূপান্তরমূলক বাক্যতত্ত্ব (transformational syntax) "কারক সম্পর্ক" (Case Relations—Thematic Relations, or Theta Roles) আত্তীকৃত করে এবং শেষ পর্যন্ত এর ফল দাঁড়ায় গভীরতল সংগঠনের ধারণা পরিত্যাগ (Chomsky, 1995, p. 191)। এই অর্থে চমস্কির সর্বশেষ তত্ত্ব (প্রকৃতপক্ষে, একটি কর্মসূচি—program) "ন্যূনতমাত্মক তত্ত্বকে" (*Minimalist program*) কারক ব্যাকরণেরই একটি রূপভেদ বলে বিবেচনা করা যায় (Anderson, 2006, pp. 1108-1109)। সুতরাং, ভাষা অর্জন প্রসঙ্গে কারক ব্যাকরণের গুরুত্ব এখানে যে, বাক্যিক গভীরতল সংগঠন ধারণা পরিত্যাগে এটির কৌশলগত ভূমিকা রয়েছে। কার্যত, গভীরতল সংগঠনের ধারণার পরিত্যাগে কারক ব্যাকরণ ও উৎপাদনী অর্থতত্ত্বের বিপুল গুরুত্ব রয়েছে।

৩.১০ সাম্প্রতিকতম অনুসন্ধান

এটি স্পষ্ট যে, সারা বিশ্বে ভাষা অর্জন বিষয়ক গবেষণা অন্য যে-কোনও জ্ঞানক্ষেত্রের মতো উন্নততর হচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং গবেষণা পদ্ধতি মানুষের নাগালের মধ্যে আসায় মানুষের মস্তিষ্কে ভাষা প্রক্রিয়াকরণ এখন অনেক বেশি কার্যকরভাবে

অনুসন্ধানযোগ্য হয়ে উঠেছে। জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, কম্পিউটার প্রযুক্তি এবং অন্যান্য জ্ঞানক্ষেত্র সহযোগে ভাষাবিজ্ঞান তথা ভাষা অর্জন সংক্রান্ত অনুসন্ধান বর্তমানে আগের যে-কোনও সময়ের তুলনায় অগ্রসর এবং নির্ভরযোগ্য ফলাফল প্রদর্শন করছে। ভাষা অর্জন বিষয়ক নতুন অনুসন্ধানের বিপুল কর্মকাণ্ড থেকে কিছু উদাহরণ আমরা এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। নিম্নোদ্ধৃত তথ্যসমূহ একই সঙ্গে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রটির প্রকৃত অবস্থানটি বুঝতে সাহায্য করবে এবং এর সম্ভাব্য ফল যাচাই করতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সম্প্রতি আচরণবাদী চিন্তার অনেক উপাদান এখন নতুন করে ফিরে আসছে। Erich Kandel শিখনের তিনটি পরস্পর-সম্পর্কিত রূপের—**ইন্দ্রিয়-উদ্দীপন** (sensitization)[১৫], **ইন্দ্রিয় প্রশমন** (habituation)[১৬] এবং **আচরণ নিয়ন্ত্রণ** (classical conditioning)[১৭]—**আণবিক ভিত্তি** (molecular basis) (Kandel et al., 2000) আবিষ্কার করেন এবং এই আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে ২০০০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

উপরন্তু, মস্তিষ্ক-স্নায়ুতন্ত্রের অনেক প্রতিরূপ পরিকল্পনাকারী (neural modeler) এখন স্কিনারের প্রস্তাবিত শিখন যন্ত্রকৌশলের (Skinnerian learning mechanisms) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জ্ঞানগত সক্ষমতার (cognitive capacities)[১৮] সংযোগবাদী প্রতিরূপ নির্মাণে পশ্চাৎ-প্রচারণ (back-propagation)[১৯]-এর পরিবর্তে প্রবলন[২০] মূলক শিখন অ্যালগরিদম (reinforcement learning algorithms) (Poirier, 2006, p. 804) ব্যবহার করছেন।

এই নতুন প্রক্রিয়া পুরনো প্রক্রিয়ার তুলনায় প্রগণনে (computation) অনেক বেশি সুবিধা পায়, ফলে জটিল সংশ্রয়ের (যেমন—ভাষা) শিখনে এই প্রক্রিয়া অনেক বেশি উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। মস্তিষ্কের প্রগণন-প্রক্রিয়ার জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় পশ্চাৎ-প্রচারণের ধারণার তুলনায় এই প্রক্রিয়া অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

উপরন্তু, প্রবলনমূলক শিখনের শারীরবৃত্তীয় কর্মপ্রক্রিয়া বর্তমানে উদঘাটনের চেষ্টা চলছে এবং তাতে ডোপামিন (একটি রাসায়নিক উদ্দীপক) এবং ডোপামিন-ভিত্তিক পুরস্কার-ব্যবস্থা

---

[১৫] কোনও ইন্দ্রিয়কে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দীপকের পুনরাবৃত্তিতে সাড়া দেওয়ার উপযোগী করে তোলার প্রক্রিয়া।

[১৬] কোনও উদ্দীপকের পুনরাবৃত্ত কিংবা দীর্ঘ প্রভাবে সাড়া প্রশমিত বা স্বাভাবিক হবার প্রক্রিয়া।

[১৭] রাশিয়ান মনস্তাত্ত্বিক ইভান পাভলভ-এর শিখন তত্ত্ব; এতে উদ্দীপক নিয়ন্ত্রণ কিংবা সাড়া পরিবর্তনের মতো শুধু পর্যবেক্ষণযোগ্য পদ্ধতিকে শিখনের ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা পদ্ধতি অনুসন্ধানে ব্যবহৃত হয়।

[১৮] একটি শিখন তত্ত্ব, যেখানে শিখন হলো উদ্দীপক ও সাড়ার মধ্যে স্নায়বিক সংযোগ। জ্ঞানমূলক মনস্তত্ত্বে এটি বোঝায় যে, জ্ঞান মস্তিষ্ক-স্নায়ুর বহু-বৃন্তের সংযোগের আকারে থাকে—কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় কিংবা স্মৃতিভাণ্ডারে নয়। এর অর্থ জ্ঞান স্থানীয় নয়, বিস্তৃত এবং জ্ঞান হলো নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত কতকগুলো সংযোগের একটি জালের সক্রিয়করণ। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরিতে মানব-মস্তিষ্কের উক্ত প্রতিরূপ ব্যবহার করা হয়। স্নায়ুবিজ্ঞান, মনের দার্শনিক অনুসন্ধানেও ব্যবহৃত হয়।

[১৯] কৃত্রিম স্নায়ুতন্ত্রকে কোনও নির্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পাদন করতে শেখানোর জন্য বহুল-ব্যবহৃত শিক্ষণ-পদ্ধতি।

[২০] কোনও আচরণকে পুরস্কৃত করে কোনও উদ্দীপকে সেটির আবির্ভূত হবার পরিবেশ তৈরি করা।

(reward system—যা একটি প্রবলন) অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। তাছাড়া, রোবটবিজ্ঞানে (Robotics) রোবটের উপস্থাপন ও প্রগণন সংশ্রয়ের (representations and computational systems) নকশা নির্মাণে (এই ব্যবহারিক জ্ঞান-শৃঙ্খলার বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে আচরণ-ভিত্তিক রোবটবিজ্ঞান—(Behavior-based Robotics) আচরণবাদী মনস্তত্ত্বের কর্মপদ্ধতি ব্যবহারের একটি প্রবণতা সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে (Brooks, 1999)। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড সাধারণভাবে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের (ভাষা এর মধ্যে অন্যতম) আচরণবাদী শিখন-প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা এবং সম্ভাবনাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিচ্ছে।

সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ সহজাতবাদী তত্ত্বের কিছু দাবি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছে (Scholz and Pullum, 2006)। মানুষের সহজাত সক্ষমতাসমূহ ভাষা-নির্দিষ্ট (language-specific) নাকি মস্তিষ্কের অ-প্রকৌষ্ঠিক (domain-general) জ্ঞান-প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়ার ফল, তা নিয়ে বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। বিশেষ করে যে-জন্মগত ক্ষমতার বলে শিশু ইন্দ্রিয়গতভাবে জগতের বস্তুরাশি ও কর্মকান্ড সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণ করে, সে-সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলছে।

এই গবেষণা-কর্মকান্ডের ভাষা অর্জন সংক্রান্ত অবস্থান হলো: ভাষা জন্ম নেয় সামাজিক পরিবেশে (social context), এবং এতে সেই শিখন যন্ত্রকৌশল (learning mechanism) কাজ করে, যা মানব-মস্তিষ্কের সাধারণ জ্ঞানমূলক শিখন উপকরণ (cognitive learning apparatus) ব্যবহার করে। এইসব উপকরণই হলো সহজাত (Bates, et al., 1998; Tomasello, 2008; Ramscar, 2007; O'Grady, 2008)।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানমূলক শিখন (statistical learning) তত্ত্ব এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণাসমূহ দেখায় যে, ভাষা অর্জন প্রাথমিকভাবে সাধারণ শিখন কর্মপ্রক্রিয়াকে ভিত্তি করেই ঘটে (Saffran, Aslin Newport, 1996; Reeder, Newport & Aslin, 2010; Gleitman, & Newport, 1995; Saffran, Newport, Aslin, Tunick & Barrueco, 1997; Aslin, Saffran & Newport, 1998; Newport & Aslin, 2000; Hauser, Newport & Aslin, 2001; Creel, Newport & Aslin, 2004; Newport & Aslin, 2004; Newport, Hauser, Spaepen & Aslin, 2004)। "পরিসংখ্যানমূলক শিখন"[২১] প্রক্রিয়ার সংযোগবাদী 'মডেল' সফলভাবে শাব্দিক ও বাক্যিক প্রচল শিখাতে পারে (Seidenberg & McClelland, 1989)।

এইসব ফলাফল ভাষা অর্জন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানমূলক শিখন তত্ত্বকে সমর্থন করে। শিশুদের শব্দ ও বাক্য-সংগঠন শিখন সম্পর্কিত গবেষণাও (Saffran, Aslin & Newport, 1996) উক্ত তত্ত্বকে সমর্থন করে। অভিন্ন ফলাফল দেখা যায় ভাষা অর্জনের খন্ডকরণ তত্ত্বে (Chunking Theory)। পরিসংখ্যানমূলক শিখন তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত এই তত্ত্বে ভাষা অর্জনে পরিবেশ অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় এ-তত্ত্বের সমর্থনে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় (Gobet et. al., 2001; Freudenthal, Pine & Gobet, 2005; Jones, Gobet & Pine, 2007)।

---

[২১] যান্ত্রিক শিখন মডেল যা প্রাপ্ত উপাত্তের (ভাষার ক্ষেত্রে ভাষিক উপাত্ত) পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করে শিখনযোগ্য সম্ভাব্য সঠিক লক্ষ্যটি পূর্বানুমান (predict) করতে পারে।

বচনের পুনরাবৃত্তি ভাষা অর্জনে সহায়কের ভূমিকা পালন করে—ব্লুমফিল্ড-এর এই পর্যবেক্ষণের সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি। এর সমর্থন পাওয়া যায় কিছু গবেষণায় (Bloom, Hood & Lichtbown, 1974; Miller, 1977; Masur, 1995; Gathercole, Baddeley, 1989)।

৪. উপসংহার

ভাষা অর্জন বিষয়ক তত্ত্ব ও অধ্যয়নের উপর্যুক্ত বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ভাষা অর্জনের সহজাতবাদী তত্ত্বের সীমার বাইরে শক্তিশালী গবেষণা-পদ্ধতি এবং মতাদর্শের অস্তিত্ব সব সময়ই ছিল, এবং সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ভাষা অর্জনের বাস্তবতা সম্পর্কে সহজাতবাদী তত্ত্বের বিপরীত (অংশত) অভিমুখ নির্দেশ করছে।

তথ্য নির্দেশ

Anderson, J. M. (2006). Case Grammar, In *The Encyclopedia of Language and Linguistics* (Vol. 2, p. 220). Amsterdam: Elsevier Ltd.

Aristotle (1964). *On the Soul. Parva Naturalia. On Breath.* (W. S. Hett, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Aristotle (1938). *Categories. On Interpretation. Prior Analytics.* (H. P. Cook & H. Tredennick, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Arnauld, A. & Lancelot, C. (1975). *General and rational grammar: The Port-Royal grammar.* (J. Rieux & B. E. Rollin, Eds. and Trans.). The Hague: Mouton. (Original work published 1676)

Aslin, R. N., Saffran, J. R., & Newport, E. L. (1998). Computation of conditional probability statistics by 8-month old infants. *Psychological Science, 9,* 321-324.

Bates, E., Elman, J., Johnson, M., Karmiloff-Smith, A., Parisi, D. & Plunkett, K. (1998). Innateness and emergentism. In W. Bechtel & G. Graham (Eds.), *A companion to cognitive science* (pp. 590–601). Oxford: Basil Blackwell.

Bloom, L., Hood, L. & Lichtbown, P. (1974). Imitation in language, If, when, and why. *Cognitive Psychology*, *6*, 380-420.

Bloomfield, L. (1935). *Language*. London: George Allen & Unwin Ltd.

Brackbill, Y., & Little, K. B. (1957). Factors determining the guessing of meanings of foreign words. *Journal of Abnormal Social Psychology*, *54*, 312–318.

Brown, R. W., Black, A. H., & Horowitz, A. E. (1955). Phonetic symbolism in natural languages. *Journal of Abnormal Social Psychology*, *50*, 388–393.

Bussmann, H. (1996). Behaviorism. In G. P. Trauth and K. Kazzazi (Trans. and eds.), *Routledge Dictionary of Language and Linguistics* (p. 125). London & New York: Routledge.

Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. The Hague, Paris: Mouton.

Chomsky, N. (1959). A Review of B. F. Shinner's Verbal Behavior. *Language*, *35(1)*, 26-58.

Chomsky, N. (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky, N. (1971). Deep Structure, surface structure, and semantic interpretarion. In D. D. Steinberg and L. A. Jakobovits (Eds.), *Semantics* (pp. 183-216). Cambridge: Cambridge University Press.

Chomsky, N. (1972). *Language and Mind*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Chomsky, N. (1975). *Reflections on Language*. New York: Pantheon.

Chomsky, N. (1981). *Lectures on government and binding*. Dordrecht: Foris.

Chomsky, N. (1986). *Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use*. New York: Praeger.

Chomsky, N. (1995) *The Minimalist Program*. Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky, N. (2009). *Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought* (3rd edition). Cambridge: Cambridge University Press. (First edition published by Harper & Row 1966).

Cornford, F. M. (1935). *Plato's Theory of Knowledge*. London: Routledge and Kegan Paul.

Creel, S. C., Newport, E. L. & Aslin, R. N. (2004). Distant melodies: Statistical learning of non-adjacent dependencies in tone sequences. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, *30*, 1119-1130.

Descartes, R. (1984-85). *The Philosophical Writings of Descartes* (Vol. 1). (J. Cottingham, R. Stoothoff, D. Murdoch, A. Kenny, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.

Descartes, R. (1991). *The Philosophical Writings of Descartes* (Vol. 3). (J. Cottingham, R. Stoothoff, D. Murdoch, A. Kenny, Trans.). Cambridge Cambridge: University Press.

Fillmore, C. J. (1968). The case for case. In E. Bach & R. T. Harms (Eds.). *Universals in linguistic theory* (pp. 1–88). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Fillmore, C. J. (1969). Toward a modern theory of case. In D. A. Reibel & S. A. Schane (Eds.), *Modern studies in English: readings in transformational grammar* (pp. 361–375). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Fodor, J. (1975). *The Language of Thought*. New York: Thomas Y. Crowell Company.

Freudenthal, D., Pine, J. M. & Gobet, F. (2005). Modelling the develpment of children's use of optional infinitives in English and Dutch using MOSAIC. *Cognitive Science*, *30*, 277–310.

Gathercole S. E. Baddeley, A. D. (1989). Evaluation of the role of phonological STM in the development of vocabulary in children, A longitudinal study. *Journal of Memory and Language*, *28*, 200-213.

Gebels, G. (1969). An investigation of phonetic symbolism in different cultures. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, *8*, 310–312.

Gleitman, L. R., & Newport, E. L. (1995). The Invention of Language by Children: Environmental and biological influences on the acquisition of language. In L. R. Gleitman and M. Liberman (Eds.). *An Invitation to Cognitive Science, Vol. 1: Language*. Cambridge, MA: MIT Press.

Gobet, F., Lane, P. C. R., Croker, S., Cheng, P. C. H., Jones, G., Oliver, I. & Pine, J. M. (2001). Chunking mechanisms in human learning. *Trends in Cognitive Sciences*, *5 (6)*, 236-243.

Greenberg, J. H. (Ed.). (1963). *Universals of Language*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Harris, R. & Taylor, T. J. (1989). *Landmarks in Linguistic Thought: The Western Tradition From Socrates to Saussure*. London and New York: Routledge.

Harris, R. A. (1993). *The Linguistic Wars*. New York: Oxford University Presss.

Hauser, M., Newport, E. L., & Aslin, R. N. (2001). Segmentation of the speech stream in a non-human primate: Statistical learning in cotton-top tamarins. *Cognition*, *78*, B41-B52.

Heimann, B. (1937). *Indian and Western Philosophy*. London: George Allen & Unwin LTD.

Herder, J. G. (1966). *Essay on the origin of language*. (J. H. Moran & A. Gode, Eds. & Trans.). Chicago: University of Chicago Press.

Huck, G. J. & Goldsmith, J. A. (1995). *Ideology and Linguistic Theory*. Chicago: University of Chicago Press.

Humboldt, W. V. (1988). *On Language: The Diversity of human Language-structure and its Influence on the Mental Development of Mankind*. (P. Heath, Trans.). Cambridge University Press, Cambridge.

Hume, D. (1978). *A treatise of human nature*. (P. H. Nidditch, Ed.). Oxford: Oxford University Press.

Jackendoff, R. (1997). *The Architecture of the Language Faculty*. Cambridge, MA: MIT Press.

Jones, G., Gobet, F. & Pine, J. M. (2007). Linking working memory and long-term memory: A computational model of the learning of new words. *Developmental Science*, *10*, 853-873.

Kandel E. R., Schwartz, J. H. & Jessell, T. M. (2000). *Principles of Neural Science*. New York: McGraw-Hill.

Katz, J. J. and Fodor, J. A. (1963). The Structure of Semantic Theory. *Language*, *39*, 170-210.

Köhler, W. (1947). *Gestalt psychology, an introduction to new concepts in modern psychology*. New York: Liveright.

Kovic, V., Plunkett, K. & Westermann, G. (2010). The Shape of Words in the Brain. *Cognition*, *114*, 19-28.

Kunihira, S. (1971). Effects of expressive voice on phonetic symbolism. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, *10*, 427–429.

Lakoff, G., and Ross, J. R. (1976). Is Deep Structure Necessary? In J. D. McCawley (Ed.). *Notes from the Linguistic Underground (Syntax and Semantics. 7)*. New York: Academic Press.

Leibniz. G. W. (1949). *New Essays Concerning Human Understanding*. (A. G. Langley, Trans.). La Salle, Illinois: Open Court.

Levine, R. D. and Postal, P. M. (2004). A Corrupted Linguistics. In P. Collier & D. Horowitz (Eds.). *The Anti-Chomsky Reader* (pp. 230-231). New York: Encounter Books.

Locke, J. (1975). *An essay concerning human understanding*. (P. H. Nidditch, Ed.). London: Oxford University Press.

Luria, A. R. & Vygotsky, L. S. (1992). *Ape, primitive man, and child: Essays in the History of Behavior*. (E. Rossiter, Trans.). New York: Harvester Wheatsheaf.

Masur E. F. (1995). Infants' early verbal imitation and their later lexical development. *Merrill-Palmer Quarterly*, *41*, 286-306.

Matilal, B. K. (2001). *The Word and the World: India's Contribution to the Study of Language*. New Delhi: Oxford University Press.

Matsumoto, D. (2009). (Ed). *The Cambridge Dictionary of Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Miller, G. A. (1977). *Spontaneous apprentices: Children and language*. New York: Seabury Press.

Newmeyer, F. J. (1986a). *Linguistic Theory in America* (2nd Ed.). Orlando, Florida: Academic Press.

Newmeyer, F. J. (1986b). *The Politics of Linguistics*. Chicago: University of Chicago Press.

Newmeyer, F. J. (1996). *Generative Linguistics*. London: Routledge.

Newport, E. L. & Aslin, R. N. (2000). Innately constrained learning: Blending old and new approaches to language acquisition. In S. C. Howell, S. A. Fish, and T. Keith-Lucas (Eds.). *Proceedings of the 24th Annual Boston University Conference on Language Development*. Somerville, MA: Cascadilla Press.

Newport, E. L., & Aslin, R. N. (2004). Learning at a distance: I. Statistical learning of non-adjacent dependencies. *Cognitive Psychology*, *48*, 127-162.

Newport, E. L., Hauser, M. D., Spaepen, G. & Aslin, R. N. (2004). Learning at a distance: II. Statistical learning of non-adjacent dependencies in a non-human primate. *Cognitive Psychology*, *49*, 85-117.

O'Grady, W. (2008). Innateness, universal grammar, and emergentism. *Lingua* , *118 (4)*, 620–631.

Parker, A.R. (2006). *Evolution as a Constraint on Theories of Syntax: The Case Against Minimalism*, Ph. D thesis, School od Philosophy, Psychology and Language Sciences, University of Edinburgh.

Patañjali (1991). *The mahbhya of Patañjali: With Annotations*. (S. Dasgupta, Trans.). New Delhi: Indian Council of Philosophical Research.

Piaget, J. (1959). *The Language and Thought of the Child*. (Marjorie & R. Gabain, Trans.). London and New York: Routledge.

Piaget, J. (1995). *Sociological Studies*. (T. Brown, Trans.). London: Routledge.

Piattelli-Palmarini, M. (Ed.). (1983). *Language and Learning: The Debate between Jean Piaget and Noam Chomsky*. New York: Routledge.

Poirier, P. (2006). Behaviorism: Varieties. In *The Encyclopedia of Language and Linguistics* (Vol. 1, p. 714). Amsterdam: Elsevier Ltd.

Plato (1924). *Laches, Protagoras, Meno, Euthydemus*. (W. R. M. Lamb, Trns.) Cambridge, MA: Harvard University Press.

Plato (1998). *Cratylus*. (C. D. C. Reeve, Trans.). Indianapolis: Hackett.

Ramachandran, V. S. & Hubbard, E. M. (2001). Synaesthesia—A window into perception, thought and language. *Journal of Consciousness Studies*, *8*, 3–34.

Ramscar, M. (2007). Developmental change and the nature of learning in childhood. *Trends in Cognitive Science, 11 (7)*, 274–9.

Reeder, P. A., Newport, E. L., & Aslin, R. N. (2010). Novel words in novel contexts: The role of distributional information in form-class category learning. *Cognitive Science Society, 32*, 2063-2068.

Saffran, J. R., Aslin, R. N. & Newport, E. L. (1996). Statistical learning by 8-month-old infants. *Science, 274 (5294)*, 1926–1928.

Saffran, J. R., Newport, E. L., Aslin, R. N., Tunick, R. A., & Barrueco, S. (1997). Incidental language learning: Listening (and learning) out of the corner of your ear. *Psychological Science, 8*, 101-105.

Sapir, E. (1929). A study in phonetic symbolism. *Journal of Experimental Psychology, 12*, 225–239.

Saussure, F. De (1959). *Course in General Linguistics*. (W. Baskin, Trans.). New York: Philosophical Library.

Scholz, B. C. and Pullum, G. K. (2006). Irrational nativist exuberance. In R. Stainton (Ed.). *Contemporary Debates in Cognitive Science* (pp. 59-80). Oxford: Basil Blackwell.

Searle, J. R. (1972). Chomsky's Revolution in Linguistics. *The New York Review of Books*. http//www.chomsky.info/onchomsky/19720629.htm

Seidenberg, M. S. & McClelland, J. L. (1989). A distributed developmental model of word recognition and naming. *Psychological Review, 96 (4)*, 523–568.

Seuren, P. A. M. (2004). *Chomsky's Minimalism*. Oxford and New York: Oxford University Press.

Seuren, P. A. M. (2006). Aristotle and Linguistics, In *The Encyclopedia of Language and Linguistics* (Vol. 1, p. 555). Amsterdam: Elsevier Ltd.

Singer, D. G. & Revenson, T. A. (1996). *A Piaget Primer: How a Child Thinks*. New York: The Penguin Group.

Skinner B. F. (1938). *The behavior of organisms*. New York: Appleton-Century-Crofts.

Skinner, B. F. (1957). *Verbal Behavior*. New York: Appleton-Century-Crofts Inc.

Smith, L., Dockrell, J. & Tomlinson, P. (1997). (Eds.). *Piaget, Vygotsky and beyond*. London and New York: Routledge.

Tomasello, M. (2008). *Origins of Human communication*. Cambridge, MA: MIT Press.

Tsiapera M. & Wheeler G. (1993). *The Port-Royal grammar: sources and influences*. Muster: Nodus Publikationen.

Vygotsky, L. (1962). *Thought and Language*. (E. Hanfmann & G. Vakar, Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.

Wertheimer, M. (1958). The relation between the sound of a word and its meaning. *The American Journal of Psychology*, *71*, 412–415.

Whorf, B. L. (1956). *Language, thought, and reality: selected writings of Benjamin Lee Whorf*. (J. B. Carroll, ed.). Cambridge, MA: MIT Press.

Wittgenstein, L. (2001). *Philosophical Investigations* (3rd ed.). (G. E. M. Anscombe, Trans.). Cambridge, MA: Blackwell Publishing.